

# উন্মেষ

## শিক্ষাবর্ষ : ২০২০



খানবাহাদুর আহুছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

৩/ডি, রোড নং-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

# আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ইউজিসি অনুমোদিত ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত)

শিক্ষা অনুষদ

এম.এড প্রোগ্রাম

- \* রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ ।
- \* প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে শুক্রবারেও ক্লাস ।
- \* সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির বিশেষ ব্যবস্থা ।
- \* নিয়মিত, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক ক্লাস পরিচালনা ।
- \* সাময়িক ও চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত ।
- \* প্রতি বছর ফল ও স্প্রিং ব্যাচে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ।
- \* প্রতি বছর অত্যন্ত গৌরবজনক ফলাফল ।

## বি.এড ও এম.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাড়তি সেবা

- \* স্বজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ
- \* বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান উন্নয়ন
- \* ডিজিটাল ক্লাসরুম টিচিং
- \* শিক্ষকতা পেশায় চাকুরির সুযোগ

যোগাযোগ

## খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৩/ডি, রোড নং-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

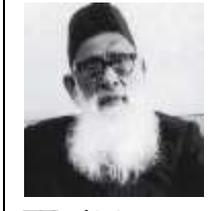
ফোন : ০২-৫৮১৫৫০০০, ০১৭১১-১৫৪১৯৮, ০১৭৯০-৫০৯০০৪

Email : [kattc@ahsaniamission.org.bd](mailto:kattc@ahsaniamission.org.bd), [kattc1992@gmail.com](mailto:kattc1992@gmail.com)

Website : [www.kattc.edu.bd](http://www.kattc.edu.bd)

মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণে অগ্রগামী বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

## হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



জন্ম : ১৮৭৩

মৃত্যু : ১৯৬৫

বিশিষ্ট সুফি সাধক শিক্ষাবিদ, শিক্ষাসংস্কারক ও সমাজ হিতৈষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৮৭৩ সালে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে কষ্টময় ছাত্রজীবন শেষে ১৮৯৬ সালে রাজশাহীতে শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরি করার পর ১৯২৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই দেশীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের (আই.ই.এস) অন্তর্ভুক্ত হন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অনগ্রসর মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর চেপ্টায়ই সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব বন্ধের লক্ষ্যে অনার্স ও এম.এ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীদের নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার নিয়ম চালু হয়। তিনি শিক্ষার মান উন্নয়ন করে মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে তিনি বাঙ্গালি মুসলমান সমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাম্প্রদায়িক। তিনি পিছিয়ে পড়া মুসলমান লেখকদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কলকাতায় মখদুমী লাইব্রেরি ও প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলমানদের জন্য কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ, মোসলেম ইনস্টিটিউট এবং রাজশাহী ও কলকাতায় বেশ কয়েকটি হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহু মজুব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সক্রিয় অবদান রাখেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন।

‘স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টির সেবা’ - এই মূলমন্ত্র নিয়ে ১৯৩৫ সালে নলতায় ‘আহ্ছানিয়া মিশন’ এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকার বুকে ‘ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ভাবনা ও দর্শনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আজ দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত ও স্বীকৃত।

১৯৬৫ সালে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হয়। তিনি প্রকৃত অর্থেই স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টির সেবা এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিলেন, যা তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। “উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)”র বিস্তৃত কর্মময় জীবন এখন ইতিহাসের অন্তর্গত। একজন সুফিসাধক হিসেবে দেশব্যাপী তাঁর অগণিত ভক্ত রয়েছে।

# খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

সম্পাদক

জনাব কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক

প্রফেসর ফাতেমা খাতুন

সম্পাদকীয় পরিষদ

জনাব শারমীন সুলতানা

জনাব আলমগীর হোসেন খান

জনাব মো: বিল্লাল হোসাইন

জনাব উম্মে রুমান

প্রকাশকাল

২০২০

প্রকাশনায়

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৩/ডি, রোড নং-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার গ্রাফিক্স এন্ড মুদ্রণ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৩/ডি, রোড নং-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

# অনুষ্ঠানসূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
সভাপতির বাণী	৪
অধ্যক্ষের বাণী	৫
সম্পাদকীয়	৬
কেএটিটিসির অধ্যক্ষমন্ডলী	৭
কলেজ পরিচালনা পর্ষদ	৮
কলেজের বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ	৯
কেএটিটিসির শিক্ষকমন্ডলী ও কর্মচারীদের ছবি	১০
কলেজের বাৎসরিক কার্যক্রম (২০২০)	১১
বি.এড ও এম.এড পরীক্ষার ফলাফল	১৩
স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি	১৬
স্মৃতির পাতায়	১৮
ছবিতে কলেজের বিভিন্ন কার্যাবলি	২৪
কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিনসমূহ	২৯
কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৩২
শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা	৩৬
2020 Apprise Completely New Way of Working	৩৭
প্রতুত্তর	৩৮
সব সম্ভবের দেশ	৪১
প্রাণহীন দেহ	৪১
সোনার বাংলা	৪২
New year Hope	৪২
কব্দ	৪২
নেপথ্যে	৪৩
কী শিক্ষা দিচ্ছে করোনা ভাইরাস?	৪৪
বি. এড- ২০২০ প্রশিক্ষণার্থীদের নাম ও ঠিকানা	৪৫
এম. এড- ২০১৯-২০২০ (স্প্রিং ব্যাচ) প্রশিক্ষণার্থীদের নাম ও ঠিকানা	৫৩
এম. এড- ২০২০ (ফল ব্যাচ) প্রশিক্ষণার্থীদের নাম ও ঠিকানা	৫৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৫৬



## সভাপতির বাণী

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত খানবাহাদুর আহুছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় চ্যালেঞ্জের যুগে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে করোনা মহামারিতেও শিক্ষার ধ্বস ঠেকিয়ে দেশ ও জাতিকে এই কঠিন দুঃসময়ে নেতৃত্ব দিতে দেশের শিক্ষক সমাজ সর্বদাই তৎপর আছেন। প্রতিবছরের ন্যায় এই সংকটকালীন সময়েও ‘উন্মোষ’ যথাসময়ে প্রকাশ করে সফলতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিবেশে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এও বিশ্বাস করি, সম্মানিত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী সকলেই তাদের লেখনীর মাধ্যমে খানবাহাদুর আহুছানউল্লা (রাঃ) এর আদর্শিক চিন্তার সঠিক বাস্তবায়ন করে প্রাতিষ্ঠানিক তথা সমাজ, স্বদেশ ভূমি ও সুন্দর কর্মময় জীবন গড়ায় স্বকীয় অবদান রাখতে সমর্থ হবেন। সৃজনশীল এবং রচনাময় একটি সুন্দর বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই কঠিন সংকটময় মূহুর্তেও এত সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

-----  
কাজী রফিকুল আলম  
সভাপতি  
ঢাকা আহুছানিয়া মিশন  
সভাপতি



## অধ্যক্ষের বাণী

করোনা মহামারীর এই মহা দুর্যোগেও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরের মানসম্মত ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব, আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণের।

প্রশিক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ এবং সার্থক করতে হলে প্রয়োজন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাহিত্য, ক্রিয়া, সভাসমিতি গঠন এবং লেখার অভ্যাস শিক্ষকদেরও মননশীল তথা সৃজনশীল হতে সাহায্য করে। এই প্রত্যাশা নিয়েই কলেজ বার্ষিকী ‘উন্মেষ’ প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরেও আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সফলতার সাথে কলেজ বার্ষিকী ‘উন্মেষ’ প্রকাশ করতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ নামটি সকলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত যা ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যবধি শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে বহু বরণ্য ব্যক্তিত্ব, সারা দেশের খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে খ্যাত ও সম্মানিত শিক্ষকগণ এর পদচারণায় আলোকিত করেছে এ বিদ্যাপীঠ। মুসলিম রেণেসাঁর অগ্রদূত মহান শিক্ষাবিদ, সমাজ দরদী, আধ্যাত্মিক মর্জাদাসম্পন্ন পরম শ্রদ্ধেয় মহান পুরুষ হযরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) “সৃষ্টির সেবা স্রষ্টার ইবাদত” অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে এই কলেজটি তাঁর নামের যথার্থতা বহন করে এবং এই মহা দুর্যোগের সময়েও তাঁর চিন্তা, চেতনা ও কর্মে আমাদের শিক্ষা জগতকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করি।

এছাড়াও প্রাক্তন প্রশিক্ষার্থীদের নামে গড়ে উঠেছে “খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন”। তাঁর উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করি।

.....  
প্রফেসর ফাতেমা খাতুন

অধ্যক্ষ

খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

## সম্পাদকীয়

সাহিত্য সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাংলা সাহিত্যের রয়েছে সোনালী অতীত। প্রাচীনকালের চর্যাকারদের মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য যাত্রা শুরু হয়েছে তা বর্তমানেও সমগতিতে চলমান। দেশও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার উত্তম মাধ্যম হচ্ছে সুস্থ ধারার সাহিত্য চর্চা। একজন সুসাহিত্যিক পারে জাতিকে পথ দেখাতে এবং সামনে এগিয়ে নিতে। সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান লেখকের লেখালেখির সূত্রপাত হয়েছিল স্কুল বা কলেজ বার্ষিকীতে। শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধা, সমাজবীক্ষণ, সৃজনশীলতা, জীবনদৃষ্টি, সর্বোপরি নিজের মুক্তচিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং মননশীল চর্চার এক অন্যতম পথ।

খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ শুধু একটি নাম নয়, বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ জগতে এটি একটি উজ্জ্বল মাইল ফলক। খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে আছে শিক্ষা উন্নয়নের নানামুখি কর্মকাণ্ডে।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের, যাদের পরিশ্রমে এ ঐতিহ্যবাহী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজের শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখার জন্য এবং কলেজের প্রশিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতায় কলেজ পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি কলেজের প্রাক্তন প্রশিক্ষার্থীদের প্রিয় সংগঠন ' খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

'উন্মেষ' হচ্ছে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রশিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মুখপত্র। প্রতিবছরের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এ বছরও প্রকাশিত হলো বার্ষিকী 'উন্মেষ'। মানের বিচারে এবং স্থান সংকুলান না হওয়ায় সবগুলো লেখা বার্ষিকীতে সংযোজন করা যায় নি।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন তথা কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব কাজী রফিকুল আলম বাণী প্রদান করে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর ফাতেমা খাতুন ও উপাধ্যক্ষ জনাব শারমীন সুলতানা এ উদ্যোগকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

'উন্মেষ' সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। এ বার্ষিকীকে আলোর মুখ দেখাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কলেজের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

## কেএটিটিসির অধ্যক্ষমন্ডলী



ড. খান মো:সিরাজুল ইসলাম  
প্রাক্তন অধ্যক্ষ(রেস্ট্র)  
(১৯৯২-২০০০)



প্রফেসর আশরাফ আলী  
প্রাক্তন অধ্যক্ষ  
(২০০০-২০০৭)



প্রফেসর ফাতেমা খাতুন  
অধ্যক্ষ  
(২০০৭ - বর্তমান)

# বর্তমান গভর্নিং বডি

ক্র. নং	পদের নাম ও মনোনয়ন দানকারী কর্তৃপক্ষ	সংখ্যা	সদস্যবৃন্দের নাম ও ঠিকানা
১	সভাপতি, ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক মনোনীত	১ জন	জনাব কাজী রফিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আহুছানিয়া মিশন
২	ক) বিদ্যোৎসাহী সদস্য ট্রাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক মনোনীত	১ জন	প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মালেক, আ.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক মনোনীত	১ জন	প্রফেসর তাসলিমা বেগম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
	খ) বিদ্যোৎসাহী সদস্য সরকার (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কর্তৃক মনোনীত	৩ জন	১. প্রফেসর মো: মনোয়ার হোসেন, পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা ২. জনাব মো. এনামুল হক হাওলাদার, উপ-পরিচালক (কলেজ-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ৩. জনাব মো. আব্দুল কাদের, সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত	২ জন	১. জনাব শারমীন সুলতানা, উপাধ্যক্ষ, কেএটিটিসি ২. জনাব দেলোয়ার হোসেন, প্রভাষক, কেএটিটিসি
৪	ট্রাস্ট সদস্য ট্রাস্টিদের থেকে ভোটে নির্বাচিত	২ জন	১. প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলম, প্রাক্তন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার, আহুছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২. ড. এম. এছানুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহুছানিয়া মিশন
৫	সদস্য সচিব পদাধিকার বলে কলেজের অধ্যক্ষ	১ জন	প্রফেসর ফাতেমা খাতুন, অধ্যক্ষ, কেএটিটিসি
	মোট	১১ জন	

## কলেজের বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ



## অফিস স্টাফ



## কেএটিটিসি এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছবি



কেএটিটিসির অধ্যক্ষ মহোদয় ও প্রশিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষ মহোদয়ের কক্ষে শিক্ষকবৃন্দ



শিক্ষকমন্ডলীর সাথে অধ্যক্ষ



কর্মচারীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

## কলেজের বাৎসরিক কার্যক্রম (২০২০)

একটি উন্নত দেশের ভিত্তি শক্ত করে সে দেশের উন্নত এবং সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষাই জাতীয় প্রতিভার স্কুরণ এবং দেশ বরণীয় কর্মপন্থা কর্মকুশলতা ও প্রতিভা বিকাশের মূল চাবিকাঠি। মূলত এই শিক্ষা ব্যবস্থাই পূরণ করে মানুষের সার্বিক প্রয়োজনীয়তা যা বজায় রাখে এবং চলমান করে থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এ পেশার মাধ্যমে শিক্ষক আমাদের প্রজন্মকে তথা মানব সম্পদকে মানব শক্তিতে পরিণত করে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রভূত উন্নয়ন করে। শিক্ষা হলো মানুষ গড়ার কারিগর। এ দেশকে সামনে রেখে পেশাগত উন্নয়নে নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেই সে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষকগণ দক্ষ, যোগ্য অভিজ্ঞ হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়লে, তা নিয়োগ করলেই কেবলমাত্র দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যবধি শিক্ষকদের এমনভাবে সুনামের সাথে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। শিক্ষকের দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

৩ রা জানুয়ারী বি.এড কোর্স তার যাত্রা শুরু করে এবং ১০ তারিখে দলীয় কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ জানুয়ারি এম.এড (ফল ব্যাচ- ২০২০) এর ক্লাস শুরু হয়। যথা নিয়মে ২৮ ফেব্রুয়ারি দল গঠন শুরু করা হয়। এর পর বার্ষিক বনভোজনের প্রস্তুতি ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়। একই সাথে মুজিব শতবর্ষ পালনের প্রস্তুতি হতে থাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যানার এবং ফেসটুন তৈরী করেন এবং বিশেষ র্যালি প্রদর্শনের আয়োজন হতে থাকে। এরপর করোনা ভয়াবহতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ড. এম এহছানুর রহমানের নেতৃত্বে ০২/০৫/২০২০ তারিখে অনলাইন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কিভাবে এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বি.এড প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করা যায়। পরবর্তিতে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার জন্য ড.এম. এহছানুর রহমান শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এর অধ্যক্ষ মহোদয় ১১/০৫/২০২০ ও ১২/০৫/২০২০ দুই দিন অনলাইনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং রুটিন তৈরি করে ১৪/০৫/২০২০ তারিখ থেকে ১ম সেমিস্টার ক্লাস শুরু হয় এবং পরবর্তি সপ্তাহ থেকে ২য় সেমিস্টারে ক্লাস শুরু হয় এবং নিয়মিত ভাবে ক্লাস পরিচালনা হতে থাকে। পরবর্তিতে

টিপি-১ ক্লাস পরিচালনা করার জন্য প্রতিদিন ৫ (পাঁচ) জন করে প্রশিক্ষণার্থী অনলাইনে ক্লাস প্রদর্শন করবেন বলে রুটিন তৈরি করা হয়।

৩ (তিন) জন করে শিক্ষক দায়িত্বে থাকে তাদের ক্লাস মূল্যায়নের জন্যে। প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষার্থীদের ক্লাস দেখানোর জন্য ম্যাসেজ ও ফোনের মাধ্যমে পূর্ব থেকে তৈরি করে থাকেন। ক্লাস দেখানোর পর মূল্যায়ন শীট ও নম্বর অধ্যক্ষ মহোদয়ের মেইলে প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়নমূলক নির্দেশনা প্রশিক্ষকগণ অনলাইনে কमेंট বক্সে প্রেরণ করেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনায় দুইমাসের টিপি রুটিন তৈরি করে টিচার্স ম্যাসেজের গ্রুপে পোস্ট করে দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ নিয়মিত যার যার দায়িত্ব পালন করেন। বি.এড এবং এম.এড কোর্সের জন্য আলাদা আলাদা গ্রুপ খোলা হয়। গ্রুপে নিয়মিত নির্দেশনা দেওয়া হয়।

## বি.এড দল গঠন - ২০২০

দলের নাম	শাপলা	রোল (১-৫০)
দলনেতা	মো: সুমন মিয়া	রোল ৩৭
ম্যাগাজিন সম্পাদক	ইসরাত জাহান	রোল ২৫
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	তাহমিনা আক্তার	রোল ৩৮
ক্রীড়া সম্পাদক	আহসানুল হাবিব	রোল ৪৩
উপদেষ্টা	জনাব জুলেখা রেহানা	প্রভাষক



দলের নাম	অনিবার্ণ	রোল (১০১-১৫০)
দলনেতা	বিলতা জোয়ার্দার	রোল ১০৯
ম্যাগাজিন সম্পাদক	রওনক আফরোজা	রোল ১২৭
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	মামুন হোসাইন	রোল ১৩৮
ক্রীড়া সম্পাদক	আমিনুল ইসলাম	রোল ১৩৯
উপদেষ্টা	জনাব মাহবুব চৌধুরী	প্রভাষক



দলের নাম	অপরাজিতা	রোল (৫১-১০০)
দলনেতা	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	রোল ৭৭
ম্যাগাজিন সম্পাদক	নিপা	রোল ৭৬
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	অনিন্দ্য চক্রবর্তী	রোল ৭৫
ক্রীড়া সম্পাদক	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	রোল ৮৭
উপদেষ্টা	জনাব ফারজানা ইসলাম	প্রভাষক



দলের নাম	অভিনন্দন	রোল (১৫১-২০৯)
দলনেতা	মো: শরীফুল ইসলাম	রোল ১৭৮
ম্যাগাজিন সম্পাদক	ইমনা আহমেদ	রোল ১৬২
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	কাজী সুরাইয়া রিজভী	রোল ১৬৭
ক্রীড়া সম্পাদক	মো: তাহেরুল ইসলাম	রোল ১৭৪
উপদেষ্টা	জনাব উম্মে রুমান	প্রভাষক



## এম.এড দল গঠন ২০১৯-২০২০(ব্যাচ-স্প্রিং)

দলের নাম	রজনীগন্ধা	রোল ১-৬০)
দলনেতা	জেসমিন জাহান	রোল ০১
ম্যাগাজিন সম্পাদক	মো: শাহবুদ্দিন	রোল ১১
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	মো: ওমর ফারুক	রোল ১৯
ক্রীড়া সম্পাদক	রোকসানা পারভীন	রোল ২৭
উপদেষ্টা	দেলোয়ার হোসেন	প্রভাষক



## এম.এড দল গঠন ২০২০(ব্যাচ-ফল)

দলের নাম	ভোরের সূর্য	রোল(১-৬০)
দলনেতা	মোরশেদ মিয়া	রোল ০২
ম্যাগাজিন সম্পাদক	মো: ফারুক হোসেন	রোল ১৬
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	আশফুন নাহার	রোল ১৮
ক্রীড়া সম্পাদক	লিভা খান	রোল ৩৯
উপদেষ্টা	আলমগীর হোসেন	সহকারী অধ্যাপক



## খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বি.এড পরীক্ষার ফলাফল :

শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম শ্রেণি	উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	অনুপস্থিত	পাশের হার
১৯৯২-৯৩	১৪২	৩৯	৯৭	০৫	০১	৯৯.০৩%
১৯৯৩-৯৪	২২৬	৯৩	১২২	০৯	০২	৯৯.০২%
১৯৯৪-৯৫	২৩৩	৩৩	১৭৬	১৬	০৮	৯৬.০৬%
১৯৯৫-৯৬	৩৫৯	৭৭	-	২৬৬	০৯	৯৮%
১৯৯৬-৯৭	৪২৩	৬৭	-	৩৪৩	০১	৯৭.১৫%
১৯৯৭-৯৮	৫১০	১০৭	-	৩৯০	-	৯৭.৪৫%
১৯৯৮-৯৯	৩২৮	৫২	-	২৭৫	০১	৯৯.৬৯%
১৯৯৯-২০০০	৩০৭	৬১	-	১৫৩	-	৬৯.০৭%
২০০০-০১	৩৩৭	৪৫	-	১৯১	-	৬৯.৪৪%
২০০১-০২	২৭৩	৪৫	-	১৮৪	০৭	৭০.০৩%
২০০২-০৩	১৯৪	৪৭	-	৯০	-	৭০.৬০%
২০০৩-০৪	২২০	৩৩	-	১৩৪	-	৭৫.৯১%
২০০৪-০৫	১৩০	১৫	-	৬৯	-	৬৪.৬২%
২০০৫-০৬	১৬৭	২৬	-	৯৬	-	৭৩.০৫%
২০০৬-০৭	৮০	৩২	-	৪১	০৩	৯২.২৫%
২০০৭-০৮	৮০	৪৭	-	২১	০২	৯৩.৭৫%
২০০৮-০৯	৮৬	৫০	-	২৯	০২	৯১.৮৬%
২০০৯-১০	১২৫	৭৬	-	৩৮	০৪	৯৪.২০%
২০১১	১৫৬	৯৭	-	৪৫	০৭	৯২.৮১%
২০১২	১৪০	১০১	অকৃতকার্য ১৪	২৪	০২	৯৬.২১%
২০১৩	১১৮	৮৬	-	২৩	০৪	৯৫.৬১%

২০১৪	১৭১	১৪১	-	২৩	০৭	৯৫.৯১%
২০১৫	১০৯	৯৮	-	০৫	০৬	১০০%
২০১৬	১৪৬	১২৪	-	১২	০৩	৯৯%
২০১৭	১৬২	(A)-১	(A-) -১৯, (B+) -৬৪	(B) -১, (B-) - ১২	১৮	৮৮.৫৩%
২০১৮	১০৯	(A+) -২	(A-) -৪২, (B+) -৩৬	(B) -১৩, (B-) -৩	৩৫	১০০%
২০১৯	১২৩	১১৫	-	-	০৮	৯৩.৪৯%
২০২০	১৮৯	চলমান	-	-	-	-

### আহ্বানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অনুষদের এম.এড পরীক্ষার ফলাফল :

শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম শ্রেণি	উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	অনুপস্থিত	পাশের হার
১৯৯৯-২০০০	১২২	২৩	৯৫	-	০৪	৯৯.১৮%
২০০১-০১	১১৮	২৯	৮০	০২	০২	৯৮.২৩%
২০০১-০২	৯৮	৩১	৫৮	০৩	-	৯৩.৮৮%
২০০২-০৩	১৪৩	৪৩	৯৮	০১	-	৯৯.৩৩%
২০০৩-০৪	১৫৫	৪১	১০৬	০২	-	৯৬.১৩%
২০০৪-০৫	১৫৪	৩৪	১১০	-	-	৯৩.৫১%
২০০৫-০৬	১৭১	২৬	১৩৬	-	-	৯৪.৭৪%
২০০৬-০৭	১১৯	২৬	৮৯	-	-	৯৬.৬৪%
২০০৭-০৮	৮৯	৩০	৫৫	-	-	৯৫.৫১%
২০০৮-০৯	৭৯	৩১	৪৬	-	-	৯৭.৪৭
২০০৯-১০	৮০	৩২	৪৩	-	০৫	৯০%
২০১০-১১	৯৯	৩৯	৫৬	-	০৪	১০০%
২০১১-১২	৮২	৫৮	-	২৪	-	১০০%
২০১২(ফল)	৬৩	৫১	-	১২	-	১০০%
২০১২-১৩(সিপ্রাং)	৪৮	২৮	-	১৯	০১	১০০%
২০১৩(ফল)	৪৫	৩৫	-	১০	-	১০০%
২০১৩-১৪(সিপ্রাং)	৩৯	২৭	-	১২	-	১০০%
২০১৪(ফল)	৪০	৩১	-	০৯	-	১০০%
২০১৪-১৫(সিপ্রাং)	২৫	১১	-	১৪	-	১০০%
২০১৫(ফল)	৫২	৩৯	-	১৩	-	১০০%
২০১৫-১৬(সিপ্রাং)	৩৯	১৫	-	২৩	০১	১০০%
২০১৬(ফল)	৪৫	২৪	-	১৩	০৮	১০০%
২০১৬-১৭(সিপ্রাং)	২৯	১৯	-	১০	-	১০০%
২০১৭(ফল)	৫৮	৩৪	-	২৪	-	১০০%
২০১৭-১৮(সিপ্রাং)	২৭	১৫	-	১১	-	৯৯%
২০১৮(ফল)	৫৩	৪৫	-	৭	১	৯৮.১১%
২০১৮-১৯(সিপ্রাং)	৪৮	৩৩	-	১৪	১	৯৭.৯১%
২০১৯(ফল)	৪১	৩৪	-	০৬	১	৯৭.৫৬%
২০১৯-২০(সিপ্রাং)	২৫	চলমান	-	-	-	-
২০২০(ফল)	৪০	চলমান	-	-	-	-

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি গঠন সম্ভব নয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন দিগন্ত। এই পদ্ধতিতে মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। বি.এড ও এম.এড এর নিয়মিত কোর্সের পাশাপাশি ‘সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন’ বিষয়ক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে কেএটিটিসির প্রশিক্ষার্থীরা ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন স্বনামধন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবনব্যাপি চলমান প্রক্রিয়া। আদর্শ মানুষ্যের বিকাশই হল শিক্ষা। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সুস্থ দেহ, সুস্থ মন ও সুন্দর আনন্দঘন নির্মল পরিবেশ। শিক্ষার জন্য এমন একটি স্থানের প্রয়োজন যেখানে শিক্ষার্থী আশ্বস্ত হতে পারবে, সম্মানবোধ করবে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারবে। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষককে হতে হবে উত্তম জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ। শিক্ষক শুধু শাসক হবে না তাকে হতে হবে শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে মিথ্যার অবদমন ও সত্যের অনুসন্ধান প্রচেষ্টাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। নতুনকে জানায় অগ্রহ মানুষের চিরদিনের। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এ পেশার মাধ্যমে শিক্ষা আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তথা মানব সম্পদকে শক্তিতে পরিণত করে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রভূত উন্নয়ন করে। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে উত্তম জনবল কাঠামোতে এনে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরোত্তর বিকাশ সাধন করার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

শিক্ষক হচ্ছেন দেশ ও জাতি গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর। একমাত্র শিক্ষকরাই সচেপ্ত হলে নির্মল হতে পারে আমাদের সমাজ থেকে অন্ধকারের কালিমা। খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

## ছবিতে স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



বামদিক থেকে, ট্রেজারার, AUST এর ভিসি, ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের সভাপতি এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান NCTB এর সাথে অধ্যক্ষ



বামদিক থেকে ট্রেজারার, AUST এর ভিসি, ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের সভাপতি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান NCTB এবং অধ্যক্ষ এর সাথে কলেজের পুরস্কৃত শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকবৃন্দ



কেএটিসিসর রাজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বি.এড ও এম.এড সম্পন্ন করা একজন প্রশিক্ষণার্থী



কেএটিসিসর রাজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে দলীয় সংগীত পরিবেশন করছেন কেএটিসিসর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



অনুষ্ঠানে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করছেন বি.এড প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করছেন বি.এড প্রশিক্ষণার্থী

## ছবিতে স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



রাজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসেবে সভায় কর্মরত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এছানুর রহমান



রাজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ



একই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন বি.এড প্রশিক্ষণার্থী



একই অনুষ্ঠানে আনন্দমুখর অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি ও কেএটিসিসির সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলম অধ্যক্ষ মহোদয়কে ক্রেট প্রদান করছেন



সভাপতি স্যারকে ক্রেট প্রদান করে সন্মান জনাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ

## স্মৃতির পাতায়



অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে প্রাক্তন প্রশিক্ষার্থীদের সৌজন্য সাক্ষাৎ



আইসিটি ট্রেনিং এ কর্মরত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থী



বার্ষিক বনভোজনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



বাউবির ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান



বনভোজনের একটি অংশ



সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

## স্মৃতির পাতায়



ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পিলো পাছিং খেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ



২০১৮ সালের বি.এড ওরিয়েন্টেশন ও ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠান



বি.এড সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের সাথে শিক্ষকমণ্ডলী



শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ অনুষ্ঠানে উপস্থাপক



ওয়ার্কসোপে শিক্ষকগণ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



বাউবি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান

## স্মৃতির পাতায়



ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোড়গ লড়াই খেলায় প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ



ডি আই ইউ ও কে এ টি টি সি এর ওয়ার্কসোপ অনুষ্ঠান



সৃজনশীল অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়



অধ্যক্ষের সাথে শিক্ষকরা



ট্রেনিং-এ শিক্ষকের উপস্থাপন



ট্রেনিং-এ প্রশিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

## স্মৃতির পাতায়



নবগঠিত কেএটিটিসি এ্যালামনিয়া এসোসিয়েশনের প্রথম সভা



কেএটিটিসি এ্যালামনিয়া এসোসিয়েশনের সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ



পরীক্ষার হলে বাউবির প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কর্মরত শিক্ষকগণ



যুগ্ম সচিব জনাব ফারুখ হোসেনের সাথে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ



ডিজিটাল ক্লাশরুমে উপাধ্যক্ষ



বাউবি সমাপনী অনুষ্ঠানে - ২০১৭



সমৃদ্ধ লাইব্রেরি



লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

## স্মৃতির পাতায়



কলেজে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ২০১৪



পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভিসি স্যার



কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের ট্রেনিং



১০ তম কনভোকেশন অনুষ্ঠান



সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান



বাউবি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে কেএটিসিসির শিক্ষকরা

# কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান



## স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ও শুদ্ধ বানান উচ্চারণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে যুগ্ম সচিব মো: ফারুক হোসেন ও অধ্যক্ষ



পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে প্রাক্তন প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ



সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন ও বনভোজন অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ



সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন ও বনভোজন অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ



বক্তব্য পেশ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শ্রদ্ধেয় নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান



বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন এনসিটিবি-র চেয়ারম্যান প্রপেসর মুহাম্মদ এলতাস উদ্দীন

## স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



আনন্দভোজ



প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ প্রপেসর রওশন আরা বেগম ও অধ্যক্ষ প্রপেসর ফাতেমা খাতুন এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থী



বনভোজন অনুষ্ঠানে প্রাক্তন এনসিটিবি-র চেয়ারম্যান প্রপেসর মুহাম্মদ এলতাস উদ্দীন, বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর ফাতেমা খাতুন ও অন্যান্য



শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী স্টলে বই পর্যবেক্ষণ করছেন ডাম এর প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম



শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী স্টলে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশিক্ষক জনাব জুলেখা রেহানা (ইংরেজি)



স্টল পরিদর্শন করছেন আউস্ট এর প্রাক্তন ভিসি প্রপেসর ড. সফিউল্লা, প্রাক্তন ট্রেজারার প্রপেসর ড. শরিফুল আলম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড প্রফেসর তাসলিমা বেগম ও ডাম এর ইউ ডি ডি. এম এহছানুর রহমান

## স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



ইনডোর খেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কলেজের অধ্যক্ষ



আউটডোর খেলায় এম.এড প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাসে বি.এড প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



অধ্যক্ষের হাত থেকে পরস্কার গ্রহণ করছেন বি.এড প্রশিক্ষণার্থী



অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের হাত থেকে প্রশিক্ষণ সনদ গ্রহণ করছেন বি.এড প্রশিক্ষণার্থী



প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ

## স্মৃতিচারণমূলক কার্যাবলি



স্বজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ



আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কলেজের প্রশিক্ষকবৃন্দ।



আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন করছেন কলেজের অধ্যক্ষ



আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকবৃন্দ।



আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠান কেব কেটে উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ।



আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠানে বি.এড এম.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশিক্ষকবৃন্দ।

## ছবিতে কলেজের বিভিন্ন কার্যাবলি



মজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আনন্দ র্যালি



প্রশিক্ষার্থীদের সাথে সভায় প্রশিক্ষকবৃন্দ।



শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরি দেয়ালিকা



অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন উপাধ্যক্ষ জনাব শারমিন সুলতানা

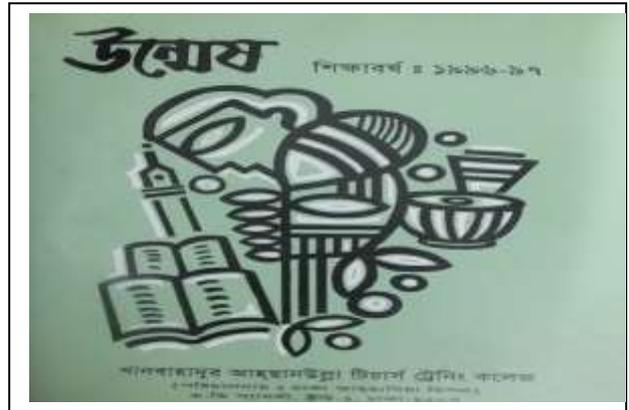
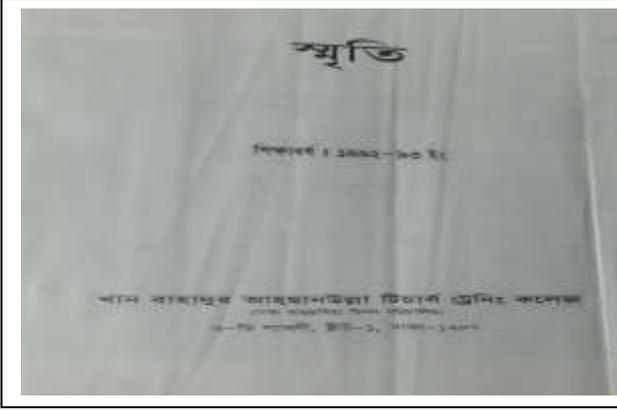


ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ।

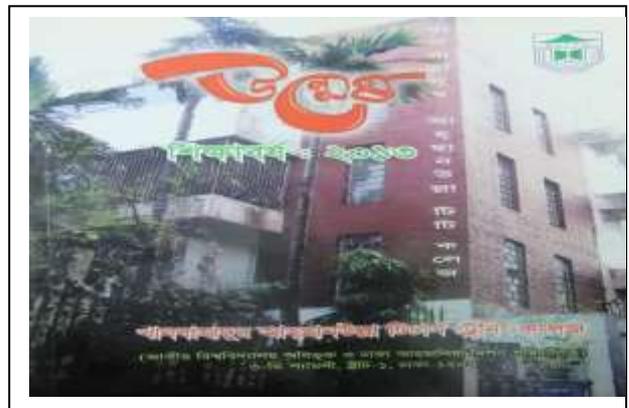
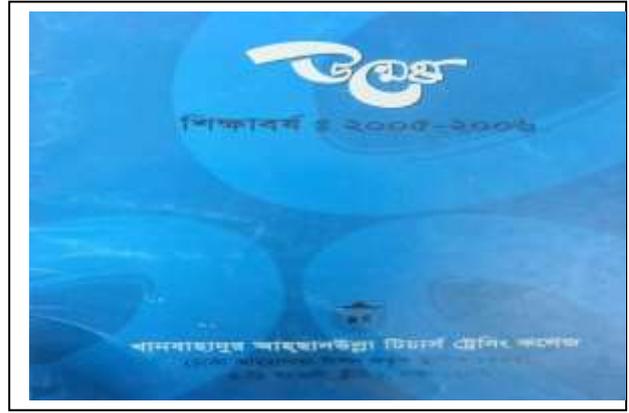
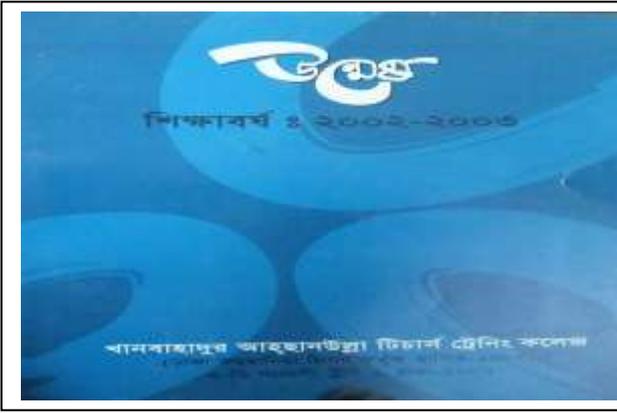


দলগঠন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের সাথে প্রশিক্ষক ও বি.এড, এম.এড কোর্সের প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ।

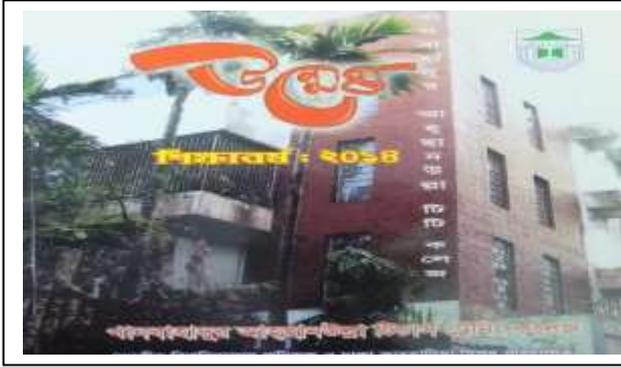
কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিনসমূহ



**কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিনসমূহ**



# কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিনসমূহ



## কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানব জীবনে শিক্ষা অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা। জীবনের শুরু থেকে শিক্ষা কার্যক্রম এর শুরু। প্রাথমিক অবস্থায় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে শিখন এর শুরু হলেও একটি পর্যায়ে এসে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন শিক্ষক। একজন শিক্ষক ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেন দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক। তবে এ দায়িত্ব সূচাররূপে পালন করার জন্য একজন শিক্ষককেও হতে হবে দক্ষ শিক্ষক। খানবাহাদুর আহুছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (কেএটিটিসি) এই সকল দক্ষ কারিগর তথা শিক্ষক তৈরির দায়িত্ব পালন করে চলেছে আজ ২৯ বছর। ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

এ স্বীকৃতির পিছনে আছে কলেজের একান্ত চেষ্টা এবং সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে পূরণ করার তাগিদ। সময় পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। কেএটিটিসি এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করেছে যে, বি.এড প্রশিক্ষণের সাথে সাথে একজন শিক্ষককে শিখন শিক্ষণে অধিক কৌশলী করে তুলতে প্রশিক্ষণের যাবতীয় দক্ষতার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই কেএটিটিসি বি.এড কোর্সের অন্তর্ধীন যাবতীয় দক্ষতার সাথে আরো কিছু নতুন সময়োপযোগী সহায়ক দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে করে তুলছে আরও ফলপ্রসূ।

অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব মূলত ন্যাস্ত ছিল সরকারের হাতেই। দেশের প্রায় হাজার দশেক মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে আশির দশকের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সরকারি সহায়ক ভাতা প্রদানের সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত হয়, বেসরকারি মাধ্যমিক স্তরের যে সমস্ত শিক্ষকের বি.এড ডিগ্রি আছে তাদের বিশেষ বেতন ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষকের বি.এড ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় কর্মরত প্রায় এক লক্ষাধিক শিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণ বিহীন। অথচ দেশের ১০ টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর ডি.ইন.এড কোর্সে বছরের সর্বমোট তিন হাজারের মতো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এরকম দুর্ভাবস্থার কিছুটা উপশম করার লক্ষ্যে ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের তৎকালীন নিবাহী পরিচালক বর্তমানে প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম ড.খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন। ১৯৯২ সালে দেশের প্রথম বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খানবাহাদুর আহুছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নামকরণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জনসেবক ও মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সূফী সাধক হজরত খানবাহাদুর আহুছানউল্লা (র.)'র নামে। দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ফেরদৌস খানকে সভাপতি করে গঠিত হয় প্রস্তুতি কমিটি, যা পরে কলেজ পরিচালনা পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিলগ্নে কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের প্রচেষ্টার ফলে ২ মে ১৯৯২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ও শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রস্তাবিত কলেজ ভবন পরিদর্শন করেন। তাদের পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ, ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রচার এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সকাল ও বিকাল দুই শিফটে ১৬২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কলেজের সহশিক্ষাক্রমিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কেবল (১) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি, (২) ক্রীড়া কমিটি এবং (৩) ম্যাগাজিন কমিটি গঠন করা যাবে এবং এই সহশিক্ষাক্রমিক কাজ কেবল একটি নিদিষ্ট সপ্তাহে শেষ হবে। কোন রাজনৈতিক দল বা ভি.পি. জি.এস সিস্টেম থাকবে না। উক্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী অদ্যাবধি কলেজে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সুনামের সাথে চলে আসছে। প্রতিবছর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ সব কমিটি গঠন করা হয় এবং যার প্রতি কমিটিতে আহ্বায়ক হিসাবে একজন শিক্ষক ও সদস্য হিসাবে কয়েক জন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকবে। কমিটিগুলো গঠন করা হয় প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে, সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

৭ জন সার্বক্ষণিক নবীন প্রশিক্ষক এবং ১৫ জন অবসর প্রাপ্ত বিজ্ঞ ও প্রবীন প্রশিক্ষকের খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত কলেজটিকে একটি নতুন কার্যকরি দিকনির্দেশনা সৃষ্টিতে আগ্রহী করে তোলে। কলেজটির পাঠদান কার্যক্রমের শুরু থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ৩ জন প্রবীণ ও ১ জন নবীন প্রশিক্ষক নিয়ে গঠিত প্রশিক্ষকের দল একত্রে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নবীনদের পেশাগত ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। যদিও তৎকালীন নবীন সকল প্রশিক্ষক বি.এড ও এম. এড ডিগ্রীধারী ছিলেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য তখন প্রয়োজনীয় বইয়েরও যথেষ্ট অভাব ছিল। বিদেশি কিছু ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করে পাঠ্যসূচি চূড়ান্ত করতে হতো। তাই কাজী রফিকুল আলম মনে করলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্যকর ও মানসম্মত উন্নয়ন করতে প্রয়োজন হ্যান্ড বুকের। সে কারণেই দেশের ২২জন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে বি.এড ক্লাসের জন্য আবশ্যিক পাঁচটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন তিনি। আর তা বাস্তবায়িত করেন কেএটিটিসির তৎকালীন অধ্যক্ষ (রেক্টর) ড. খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বই পাঁচটি হলো- শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, শিক্ষা নীতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা এবং শিক্ষার ইতিহাস। এ সকল বই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এক যুগান্তকারী সংযোজন।

প্রথম বছর চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১৪২ জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন যার পাশের হার ছিল শতভাগ। ৩৯ জন প্রথম শ্রেণি, ৯৭ জন উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি, ৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং ১ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরে সারা দেশে ১০ টি সরকারি এবং খানবাহাদুর আহছানউল্লা টি.টি কলেজ মিলে ১১ টি কলেজের মধ্যে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন অত্র কলেজের ৫৯৭ রোলধারী “শিখা লেটিসিয়া গমেজ” যিনি বর্তমানে দেশের নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলিক্রস মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া উক্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ২০ এর মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছিল কেএটিটিসির। ১ জুলাই ১৯৯৩ থেকে অন্যান্য টি.টি কলেজের মত এ কলেজটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পূর্বের মতে ৩৩ ই শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচি, এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করে এবং পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল

ফলাফল অর্জন করায় সারা দেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তিতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূরশিক্ষণে বি.এড প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল কেন্দ্র হিসাবে অনুমোদন লাভ করে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে একমাত্র সরকারি ছুটি ছাড়া কলেজে কোন বন্ধ ছিল না। সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৬ পর্যন্ত দুই শিফটে কলেজের ক্লাসসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শ্রেণি কার্যক্রমে যাতে কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে সে কারণে যে কোন রকম মিটিং, ওয়ার্কশপ সাপ্তাহিক ছুটির দিন অনুষ্ঠিত হয়। রমজানে ক্লাস ও সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত শিক্ষণ-শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। দ্রুত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান ও সুনাম দেশে ছড়িয়ে পড়লে ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় কলেজে ছাত্র ভর্তি সাড়ে পাঁচশত ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষের কলেজের মূল ক্যাম্পাস শ্যামলীতে জায়গা সংকুলান (একোমুডেশন) না হওয়ায় সেন্ট যোশেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, মোহাম্মদপুর, এ দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় প্রফেসর রওশন আরা বেগমকে। ইতিপূর্বে তিনি দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অবসর নেন। নিয়মিত শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন থেকে ১৬ জনে উন্নিত করা হয়। ১৯৯৯ সালে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও তৎকালীন সময়ে দেশে প্রচলিত জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হয়।

কেএটিটিসির এই সফলতা দেখে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে দেশের কিছু ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ যেনতেন ভাবে যত্র তত্র ব্যক্তি মালিকানায বেসরকারীভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়ে। যেখানে শিক্ষার মানের দিকে, শ্রেণি পাঠদানের প্রতি নজর দেয়া হয় না, অর্থের বিনিময়ে এবং ভর্তি হলেই সনদ দেয়ার লোভনীয় প্রচারনায় শিক্ষকগণ ঐসব কলেজের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এতে করে কলেজে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন নিয়ম এবং কলেজে প্রশিক্ষণার্থীর ঘাটতিতে ১৯৯৯ সাল থেকে কেএটিটিসির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

### বৈশিষ্ট্য

- কলেজ প্রাঙ্গন রাজনীতি ও ধুমপান মুক্ত।
- কোন প্রকার ক্লাব এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন নেই।
- কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে আন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত রেখে সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের সফল পরিচালনা এবং সক্রিয় শিক্ষার্থী পরামর্শের (কাউন্সেলিং) ব্যবস্থা।
- বর্ষ শেষে সাংস্কৃতিক সপ্তাহে সকল দলের শিক্ষা উপকরণ ও দেয়ালিকাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী করা এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা।
- ক্লাশের স্থিতিকাল (পিরিয়ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক।
- পাঠদান অনুশীলনের সময় নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রসারণ (সিলেবাস বহির্ভূত) বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

## অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- কর্মরত প্রশিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং শুক্রবারসহ সপ্তাহে ৬ দিন নিয়মিত ক্লাশ।
- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গভর্নিং বডি কর্তৃক পরিচালিত।

বর্তমানে কলেজটি তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে পিছনে ফেলে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও শিক্ষাপোষোগী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার্থীরা যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তিগত, নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যবোধ ও সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ে যান। যদিও সরকারিভাবে জোরে সোরে এই বিষয়ের প্রশিক্ষণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা কিংবদন্তি গার্টেন সব মিলিয়ে ৮ লাখের মত শিক্ষককে এত অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়া দূরহ ব্যাপার। শিক্ষকদের এই দুর্ভাবস্থার বিষয়টি উপলব্ধি করে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বি.এড ও এম.এড কোর্সে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের ২০১৩ সাল থেকে বি.এড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সফলতার সাথে তাদের বিষয় ভিত্তিক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকদের আই সিটি, ডিজিটাল ক্লাশরুম ম্যানেজম্যান্ট ও বিষয় জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ভাবে (ওয়ার্কশপ, সেমিনার) প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কেএটিটিসি। একারণে পুরো ক্যাম্পাস ওয়াই ফাই করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য কিছু জীবন দক্ষতা যা WHO কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে, কেএটিটিসি কর্তৃক এ বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কেএটিটিসি আরো লক্ষ্য করছে যে বি.এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রশিক্ষণের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করছে না। এসব অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বি.এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মনিটরিং করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। জেনে খুশি হবেন যে শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধার লক্ষ্যে কেএটিটিসির নিজস্ব জমির উপর নির্মিত চারতলা ভবনটি ভেঙ্গে আরো বড় পরিসর ও আধুনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা প্রতিনিয়তই প্রমাণ করেছে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তার পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের দ্বারা।



## শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

জনাব শারমীন সুলতানা, উপাধ্যক্ষ, (কেএটিটিসি)

শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা আর এই পেশার দায়িত্ব কর্ম আন্তরিকতার সাথে পালন ও কাজকর্মগুলি নিখুঁতভাবে সম্পাদনের দক্ষতা অর্জনকেই পেশাগত উন্নয়ন বলে। শিক্ষার উন্নয়নের সাথে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সম্পর্ক জড়িত। শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কথায় আছে যে কোন পদ্ধতিই শিক্ষকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না বা শিক্ষকের স্থান দখল করতে পারে না। তাই আদর্শ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হবে না। একজন উন্নত পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আদর্শ শিক্ষক নিজের দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্যে করতে পারেন। শিক্ষক যদি নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রম যতই ভালো হোক না কেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যেগুলো তার পেশা সংশ্লিষ্ট। তাই একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষক হতে হলে তার পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং পেশাগত উন্নয়নে আগ্রহী হতে হবে। শিক্ষককে সার্থক করতে যেমন চাই শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ, তেমনি চাই সুশিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক ছাড়া যে কোন শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। একজন আদর্শ শিক্ষক যিনি পেশাগত উন্নত মনোভাবের অধিকারী তিনি যে কোন পরিস্থিতিতে নিজের কুশলতায় শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার শিক্ষক যদি পেশাগত মনোভাব সম্পন্ন না হন বা নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন তবে পরিবেশ পদ্ধতি যতই ভালো থাক না কেন তা শিক্ষার কোন কাজেই আসবে না। একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত, দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া পেশাগত কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই পরে একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করতে, এবং পেশার প্রতি যত্নশীল হতে সাহায্য করে।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায়ঃ-

১. শিক্ষক হবেন শিক্ষণীয় বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে। আর জ্ঞানের পরিধি শুধু শিক্ষণীয় বিষয়ে থাকবে তা নয়। জ্ঞানের সকল শাখায় তার পর্যাপ্ত দখল থাকতে হবে। তা হলে তিনি শিক্ষার্থীদের বহুমুখী জ্ঞানের স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং যোগসূত্র স্থাপনের মত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সীমিত জ্ঞান নিয়ে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করলে শিক্ষক কোন দিন সফল শিক্ষক হতে পারবেন না এবং তার পেশাগত উন্নয়ন হবে না।

২. শিক্ষকের জ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চারিত করতে হবে। শিক্ষককে শুধুমাত্র অধিক জ্ঞানের অধিকারী হলেই চলবে না। তাকে সে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চারিত করায় দক্ষতাও থাকতে হবে। অর্থাৎ আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কেও তার জ্ঞান থাকতে হবে। তবেই তিনি তার জ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিকভাবে সঞ্চারিত করতে পারবেন।

৩. শিক্ষকের মাঝে নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে, শিক্ষক শুধু গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা নয়, তিনি প্রয়োজনে শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনবেন। বিশেষ করে সমসাময়িক কালের অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করবেন, আবার বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ ও আচরণমূলক সমস্যা দেখা দিতে পারে, সে সমস্যাগুলোকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে খুঁজে বের করে সমাধানের স্পৃহা ও যোগ্যতা শিক্ষকের অর্জন করতে পারবে।

৪. আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে প্রদীপনা বা উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন:-

শ্রেণিকক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রদীপনা অর্থাৎ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে বিভিন্ন উপকরণের সাথে পরিচিত হতে হবে এবং ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেমন ওভার হেড ট্রান্সপারেঞ্জ, ওভার হেড প্রজেক্টর (OHP) কম্পিউটার ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি বড় কথা হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীদের কাছে একমাত্র অভিজ্ঞতা সূতরাং

শিক্ষাদানের জন্য ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে হলে বিমূর্ত জ্ঞানকে উপকরণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গাহ্য করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

৫. পেশার প্রতি একাগ্রতা এবং অঙ্গীকার থাকতে হবে: শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেন না। শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব উন্নয়নের জন্য পেশার প্রতি হতে হবে নিবেদিত প্রাণ। একাগ্র এবং অঙ্গীকারবদ্ধ।

৬. সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ: শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব আধুনিককালে সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। সে মনোভাব শিক্ষকের থাকতে হবে এবং আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে।

৭. দায়িত্ব পালনে সচেতনতা: শিক্ষকতা পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই শিক্ষককে দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে। দায়িত্ববোধ শিক্ষকের পেশাগত মনোভাবকে সুমুন্নত রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের মাঝে দায়িত্ব পালনে সচেতন বোধ থাকতে হবে।

৮. জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানের মানসিকতা অর্জন : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শুধু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করেই তার দায়িত্ব শেষ করবেন না। শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহ প্রদান করবেন এবং অনুপ্রেরণা দেবেন এমন মন মানসিকতা থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষে আমার দায়িত্ব শেষ করছি। আর কোন দায়িত্ব নেই, এমন মানসিকতা বর্জন করতে হবে তাহলেই শিক্ষকের মাঝে পেশাগত মনোভাব সৃষ্টি হবে।

৯. শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাঃ- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক ভালো না থাকলে বা সুসম্পর্ক না থাকলে শিখন শেখানো কার্যক্রম ভালো হতে পারে না শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন হলে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে তাদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

## 2020 Apprise Completely New Way of Working



**Farzana Islam**  
**Lecturer, Khanbahadur Ahsanullah T T College**

COVID-19 a virus which is not only a threat of human life but also a threat of our economy. It paralyzed world economy along with the daily life. It creates many changes in livelihood and working environment also. The flow of vacations and job losses related to COVID-19, the large-scale transition to remote work, the erosion of work-life balance for working parents, and the greater emphasis on diversity, completely change the world.

The amount of unemployment and underemployment is alarming in the world. The unemployment can severely compromise not just *financial health* but also *mental health* of a person. Poverty nearly triples among families with a parent unemployed six months or longer, and unemployment may lead to depression, anxiety, low self-esteem, marital dissatisfaction, and even increased risk of death. The reality is, the higher the unemployment rate, the harder it is to find a job. But while a poor safety net tends to push people into jobs faster, it also pushes them into lower-quality, lower-paying jobs. That could have a negative impact on their potential earning for the rest of their lives. Professionals are also less happy in their jobs, and can even be counterproductive. On the other hand, workplace norms may also be changing because caregiving has been made so much more visible among both male and female workers. Traditionally, it was expected that women would carry most of the caregiving responsibilities, and yet as an employee, it carried a career penalty. One positive impact from the pandemic may be that workplaces become more accepting of caregiving and more willing to grant accommodations like homeworking.

But the reality is that nothing stands still. Times are always changing and so is the world. As business cycles are moving at accelerating speeds, the global community is coming together into a constantly connected, vibrant network. This fact alone means that the workplace can change dramatically, facing the collision of generations, but at the same time will boast a more diverse workforce. So we should search a new work for us.

Success in a job search is largely contingent on two things: A person's skills and their motivation. It's not a complicated process but it's a self-regulative process. There's nobody to tell us what to do. That's why programs that can help us put together a resume or enhance our networking skills can be really valuable. If we are a corporate person we should develop our skill on Information and Communication Technology (ICT). It will help us to reach the business organization who are belongs to the international business.

If we are teaching experts then we should build strong teaching capacity along with high-tech talents. Because now a days, the educational environment apprise a completely new way of working system. The year of COVID-19 changes the manner of education. Recently for the epidemic situation the students and guardians experiences a new learning environment based on technology and its influence will never be ending. On the other side a teacher may faces a large competitors in their range. There are large vacancies and enormous job seekers in Bangladesh along with the whole world. So if we are or will be in a teaching profession should think about our own tracks.

To face the constant changing world we need diversified our capacities. We can improve ourselves only through the professional degrees and trainings. A professional degree make us more eligible for the post which we hold in present or the post which is in search. So my dear fellows to start for a new zone where we should develop ourselves with a new professional qualities.



## প্রতুত্তর

জুলি হক, প্রভাষক, খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মমতা গ্রামের একটা শিক্ষিত মেয়ে। দেখতে আহামরি সুন্দরী না হলেও একেবারে অসুন্দর বলা যায় না। চেহারায কোথায় যেন একটা মায়্যা আছে। আর সেই মায়্যা আটকে যায় শহরের ছেলে আকাশ। আকাশ মেজ মামীর বড় বোনের বড় ছেলে। ছোট মামার বিয়েতে আকাশ মমতাকে দেখে। আকাশ ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকায় নিজের একটা সফটওয়্যার কোম্পানি আছে। এক বছর পর পারিবারিক ভাবেই আকাশ আর মমতার বিয়ে হয়। আকাশ মমতার চেয়ে সাত বছরে বড়। বিয়ের প্রথম তিন বছর সবার আদরেই কাটে মমতার। এরপর আদর কমতে শুরু করে। শাশুড়ী, ননদ সবসময় খোটা দেয় বাচ্চা না হওয়ার জন্য। মমতা নীরবে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আর কত? বিয়ের আট বছর হয়ে গেল এখন পর্যন্ত কনসিভ করতে পারল না একবারও। শাশুড়ী আজকে বলেই দিয়েছে

- এই বছরেই আমি ছেলেকে আবার বিয়ে দেব। যদি পার এই বছরেই কনসিভ করে দেখাও তা না হলে নিজে থেকে বাপের বাড়ি চলে গিয়ে আমাদের উদ্ধার করিও।

- এসব শুধু আমাকেই কেন বলেন মা? আপনার ছেলেকে বলতে পারেন না? আপনার ছেলেকে আপনি বললেই তো আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে পারি।

- আমি চার ছেলে মেয়ের মা। কই আমাকে তো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় নাই। আর তোমার ডাক্তার লাগবে?

- সেই সময় আর এই সময়ের অনেক পার্থক্য মা। তাছাড়া সমস্যা তো আপনার ছেলেরও থাকতে পারে। ডাক্তার দেখাতে তো অসুবিধা নাই!

এমন সময় আকাশ বাসায় আসে।

- কি ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি মা?

- তোর বউকে এবার ডাক্তার দেখা।

- কেন? কি হয়েছে?

- বাচ্চা নাই তাই, আর কি!

- আর কারও ডাক্তার লাগে না! ওরই লাগবে! আমার অত সময় নাই।

মমতা বলে উঠে

- সময় নাই বললে তো হবে না। বাচ্চা দুজনের সমন্বয়ে হয়। আমি একা দায়ী থাকব কেন? সমস্যা তোমারও থাকতে পারে। কালকে দুজনে ডাক্তারের কাছে যাব। যা যা টেস্ট দেয় সব করাব।

- আমি খুব ব্যস্ত আছি। তাই কোথাও যেতে পারব না।

এরপর থেকে আকাশ ঠিক মত বাসায় ফিরে না। ঠিক মত কারও সাথে কথাও বলে না আর মমতাকে এক রকম সহ্যই করতে পারে না। মমতা এত অপবাদ, অপমান আর অবহেলা নিতে পারছে না। তাই নিজেই ডাক্তার দেখায়, সব টেস্ট করায়। রিপোর্টে তার কোন সমস্যা নাই। এটা সে শাশুড়ী, ননদ আর আকাশ কে বলে কিন্তু তাদের কোন পরিবর্তন নাই। শাশুড়ী বলে আমি অতশত বুঝি না, এই বছরেই সুখবর চাই। কি ভাবে আনবে এটা তোমার বিষয়। মমতা খুব কাদে। কিছুদিন পর শাশুড়ী গ্রামের বাড়িতে যায় কয়েক দিনের জন্য। এই সময় একদিন শাশুড়ীর দূর সম্পর্কের এক ভাই আকাশের বাসায় আসে। এই লোকটাকে মমতা একদম পছন্দ করে না। মাঝে মাঝেই বাসায় আসে সবার সাথে দেখা করতে কারণ ঢাকায় তার আপন বলতে আর কেউ থাকে না। মমতাকে দেখলে তার চোখ দুটো এমন চুকচুক করে যেন মমতাকে গিলে খাবে। আকাশের অফিসেই চাকরি করে। যখনই বাসায় আসে মমতার কাছে সবার দুর্নাম করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলে বসতে বলে।

- মমতা..

- জী মামা

- তোমার শাশুড়ী নাকি তোমাকে এবার আলটিমেটাম দিয়েছে।

- আপনি কি করে জানলেন?

- তোমার শাশুড়ীই বলেছে। কিন্তু তোমার তো কোন সমস্যা নাই!

- এটা কি করে জানলেন?

- আরে আমি জানি সব জানি।

- আর কি জানেন?

- আকাশের বাবা হওয়ার ক্ষমতা নাই।

- কে বলেছে?

- আকাশ তোমার অনেক আগে ডাক্তার দেখিয়ে টেস্ট করিয়েছে। দেখনা উল্টো এমন ভাব দেখায় যেন সব সমস্যা তোমার!

- আমি বিশ্বাস করি না।

- সেটা একান্তই তোমার ব্যাপার। যা সত্যি আমি তাই বলেছি।

- মমতার চোখের কোনে পানি দেখে রঞ্জু বলে

- তুমি কেদো না। তোমার বাচ্চা হবে। এবং এ বছরেই হবে।

- কিভাবে?

- তুমি চাইলেই হবে!

- চাই তো আট বছর থেকে।

- বোকা মেয়ে। তোমাকে আজকেই চাইতে হবে।

- কি বলেন এসব? আপনি তারাতাড়ি নাস্তা খেয়ে চলে যান।

- আমি তো যাব তবে তুমি যে বন্ধা নও এটা প্রমাণ করে যাব। আজ আমি সে জন্যই এসেছি।

- মামা প্লিজ!

- কিসের মামা? আমি কি তোমার আপন মামা?

- ডাকি তো মামা করে!

- আজকে ডেক না। আজ আমি তোমার শুধুই শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি ভয় পেয় না। আমি ধর্ষণ করতে আসিনি। আমি প্রমাণ করতে এসেছি মা হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে কেবল বাবা হওয়ার যোগ্যতা আকাশের নেই।

- আপনাকে না কতবার বলেছি আপনি আমার শশুরবাড়ির কারও সম্পর্কে বাজে কথা বলবেন না?

- আমি তো মিথ্যে কিছু বলছি না!

অবশ্যই বলছেন?

- এদের খেয়ে এদের পড়ে এদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে আপনার বিবেকে বাধে না?

- আমি তো যা সত্যি তাই বলছি। তোমার ভালোর জন্য বলছি। আমার ভালো আপনাকে ভাবতে হবে না।

- কিছু দিনের মধ্যেই যখন আকাশ আবারও বিয়ে করবে তখন বুঝতে পারবে কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে যেন বুঝতে পার সেজন্যই আজ আমার এখানে আসা আর তোমাকে সময় দেয়া।

- আমাকে সময় দিতে হবে না আপনার! আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান।

- যদি না যাই কি করবে? আমি আকাশকে ফোন করে সব বলে দিব।

- এভাবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ালটা মেরো না। আকাশ আমাকে অশ্রদ্ধা করবে না। উল্টো তোমাকেই বকবে। তুমি যদি এখন যে কারও দ্বারা পোয়াতি হও আকাশ তোমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। কারন সে চায় বাবা হতে। সমাজে বাবা হতে না পারলে সম্মান থাকে না। সে চায় তুমি যেভাবে পার একটা সন্তান তাকে দাও। সে জানে সে একশোটা বিয়ে করলেও বাবা হতে কখনও সে পারবে না।

বার বার এক কথা শুনতে শুনতে মমতা হঠাৎ করে বড় নিষ্ঠুর হয়ে যায়। একমাস পার হয়। মমতা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। দিন যায় মমতা বমি করা শুরু করে। টেস্ট করে। পজিটিভ। আচমকা মমতার মাঝে আনন্দের ঝিলিক বয়ে যায়। আনন্দে খুব কাদে। শাশুড়ীকে জানায়। সবাই মহাখুশি। সবার খুশি বোঝা যায়, বোঝা যায় না কেবল আকাশের খুশি। শশুর বাড়িতে আবার মমতার আদর সম্মান বেড়ে যায়। তিন মাস পার হয়। শাশুড়ী গেছে মেয়ের বাসায় একটা জরুরি কাজে এক রাতের জন্য। মমতা সেই রাতে স্বামী আকাশের মুখোমুখি হয়

- আমি মা হব তুমি খুশি হও নি? হুম।

- না হওনি। আমি জানি। খুশি হওয়ার কথাও না। এটা তুমিও জান। কি বল এসব!

- নাটক কর না আকাশ! আরে তোমার সমস্যাটা যদি আমাকে বলতে আমাকে পাপের দিকে যেতে হত না। আমরা একটা বাচ্চা দত্তক নিতে পারতাম। কিন্তু তুমি স্বীকার পর্যন্ত করনি। দিনের পর দিন তোমরা সবাই অপমান অবহেলা করতে করতে আমাকে বিষিয়ে তুলেছ।

- যা হয়েছে হয়েছে, এখন চুপ থাক। যার বাচ্চাই হোক সে আমার পরিচয়ে বড় হবে। তুমি জানতে চাওনা কার বাচ্চা?

- না, আমি জানি এটা তোমার বাচ্চা। আমাকে তোমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে না? একদম না!

- তা করবে কেন? তোমার আর তোমাদের শুধু একটা বাচ্চাই দরকার।

- এ নিয়ে আর কোন কথা হবে মমতা। তুমি আমি ছাড়া আর কেউ যেন এটা জানতে না পারে। ও আমাদের মাঝে আমাদের মত করেই বড় হবে।

- কিন্তু সেটা তো আমি হতে দিব না। কারণ?

- কারণ এটা যদি আমার কোন বন্ধুর বাচ্চা হত আমি রাখতাম কিন্তু এমন একজনের যাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

- কিন্তু আমি তো মেনে নিয়েছি মমতা। থাক না প্লিজ। মেরো না।

- তুমি ঘুমাও। আর তুমি? আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকব। দুজনে জেগে থাকতে থাকতে একসময় আকাশ ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে মমতা শাশুড়ীর রুমে গিয়ে অঘটনটা ঘটায়।

সকাল হয়। আকাশের মা বাসায় এসে কলিং বেল বাজাতেই থাকে। অনেকক্ষন পর বিরক্ত হয়ে আকাশ দরজা খোলে।

- কিরে তুই উঠলি! বউমা কোথায়?

- তাই তো? মা তোমার রুমের দরজা বন্ধ কেন?

- আমি কি জানব? আমি তো দরজা লক করে যাইনি!

- তাহলে মমতাই ঘরে! মমতা মমতা দরজা খুলো। বউমা..কি কর মা? দরজা খুলো।

অনেকক্ষন ধরে দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করে খুলতে না পেরে লোক ডেকে দরজা ভেংগে দেখে মমতার চরম নিষ্ঠুরতা! সে সিলিং ফ্যানের ঝুলে আছে।



## সব সম্ভবের দেশ

উস্মে রুমান  
প্রভাষক, কেএটিটিসি

বর্তমান প্রেক্ষিত, সব সম্ভব  
কথা বলা সম্ভব  
কথা না বলাও সম্ভব ।  
চাটুকারণিতা সম্ভব  
সেটাকে মেনে নেওয়াও সম্ভব,  
তেল দেওয়া সম্ভব  
তেল নেওয়াও সম্ভব ।  
অভিনয় করা সম্ভব  
সেটা দেখাও সম্ভব ।  
মারমুখী হওয়া সম্ভব  
সেটাকে হজম করাও সম্ভব ।  
হারিয়ে যাওয়া সম্ভব  
খুঁজে পাওয়াও সম্ভব ,  
ফেল করা সম্ভব  
পাশ করাও সম্ভব ।  
মেনে নেওয়া সম্ভব  
না মানাও সম্ভব ।  
লোক দেখানো সম্ভব  
না দেখানো সম্ভব ।  
গোপনীয়তা সম্ভব  
আবার প্রকাশ্যতাও সম্ভব ।  
কারো কাছে হাত পাতা সম্ভব  
প্রয়োজন ফুরোলে  
লাথি মারাও সম্ভব ।  
ন্যাকামি করা সম্ভব  
আবার দৃঢ় হওয়াও সম্ভব ।  
ব্যঙ্গ করা সম্ভব  
চিত্রটা উল্টালে তোয়জ করাও সম্ভব ॥  
প্রয়োজনে পা ধরাও সম্ভব  
প্রয়োজন ফুরোলে ব্যান্ড বাজানোও সম্ভব ॥  
কাউকে পানিতে নামানো সম্ভব  
আবার তাকে টেনে উপরে তোলাও সম্ভব ।

জেল খাটা সম্ভব

ছাড়া পাওয়াও সম্ভব ।

সোজা পথে টাকা কামানো সম্ভব

আবার বাঁকা পথেও টাকা কামানোও সম্ভব ।

হাটু ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব

আবার তা জোড়া লাগানোও সম্ভব ।

নিজের স্বার্থে সব কিছুই করা সম্ভব ,

নিজেকে ভাল বলাও সম্ভব

অন্যকে খারাপ সাজানোও সম্ভব ॥

জীবন যুদ্ধে জেতাও সম্ভব

আবার পরাজিত হওয়াও সম্ভব ॥

প্রয়োজনে সব কিছুই করা সম্ভব ,

শুধু যুনেধরা এই সমাজে

অসম্ভব কষ্ট একজন ভালো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা ॥



## প্রাণহীন দেহ

মাশ্বুবা চৌধুরী  
প্রভাষক, কেএটিটিসি

যখন থাকবে না দেহে শ্বাস  
নাম বদলায়ে হয়ে যাবো লাশ ।  
যে আমার স্থান ছিল বুকে, মাথায়  
সেই আমাকে রাখা হয়েছে নামায় ।  
যা কিছু আমার তৈরি, আমার গড়া  
ধন, সম্পদ, খ্যাতি, যশ  
সেগুলো আজ আমার নয় অন্যের জন্য তোলা ।  
যাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছি যতনে  
তারাই রেখে আসবে অন্ধকার কবরে ।  
নিবে না খবর, রাখবে না মনে  
রয়ে যাবো প্রতিচ্ছবি হয়ে ফ্রেমে ।  
হায়রে দুনিয়া- কি করছি?  
কেন করছি? কোন কিছু না জানিয়া  
নিজেকে নিয়ে মেতে থাকি আল্লাহকে ভুলিয়া ।  
দুনিয়ার এই মায়াজাল শুধুই ক্ষণিকের খেলা  
সবকিছু ফেলে শূন্য হাতে চলে যাওয়া ।  
কেউ রাখবে না মনে, ডাকবে না আর  
আমার প্রয়োজন এখানেই শেষ ।



## সোনার বাংলা

সুমন মিয়া

বি.এড - ২০২০ , রোল - ৩৭

আমি জন্মেছি বাংলায়, ভাষা আমার বাংলা  
তাইতো আমার মন থাকে সর্বদায় রঞ্জিত।  
যে দেশেই থাকি, চোখে ভাসে তোমারই রঞ্জভূমি  
তুমি কোটি বাঙ্গালির ভালবাসার মাতৃভূমি।

তোমার গাছে গাছে ফুল ফল  
নদীতে আছে অতই জল  
ফসল ফলাও সারা বছর জুড়ে  
তোমার পাখি ডাকে মিষ্টি সুরে।  
তোমার গুণের হয়না তুলনা  
চন্দ্র-সূর্য করে তাই তোমারই বন্দনা।

পৃথিবীর কোথাও নেই এত শান্তি  
তোমার সুধা পান করে পাই মহাতৃপ্তি  
ফিরে আসি বার বার তোমারই টানে  
তুমি ছাড়া কারও ঠাই নাই আমারই মনে।

জীবন দিয়ে মোরা রাখিবো তোমার মান  
সহ্য করবো না, কেউ যদি তোমায় করে  
অপমান।

হাসিমুখে মরবো তবু মাথা নত করবো না  
এই শিক্ষাই দিয়েছে মোদের বাংলা মা।

তুমি হবে সারা বিশ্বের রাণী  
কে আছে তোমার মত এত মনী!  
মনে মনে সদা করি এই শপথ



## New year Hope

Anamika Hazra

B.Ed- 2020, Roll- 118

A Very new year with Very Light  
We crave for new hope but no blight.  
It's the time to love,  
The dear and near ones I have

It's the time to pray,  
To purge our souls with solemn spray.  
The humanity is falling down,  
All through the villages and town.  
People are now scared to be cozy,  
As the future is uncertain and mazy.  
Our souls are caracked is despair,  
It wants to be filled with fearless and fresh air.  
Oh! My soul,  
Stay wise and stay serene,  
The endure the rigorous ordeal,  
As you called the affliction,  
No other way out except the merciful's  
permission.



## শব্দ

সানজীদা আফরীন

বি.এড - ২০২০ , রোল - ২৯

শব্দ দিয়ে সৃষ্টির শুরু শব্দ দিয়ে শেষ শব্দ যখন মধুর  
হয় থেকে যায় রেশ। শব্দ দিয়ে প্রেম হয় ভালো লাগে  
বেশ। শত শব্দে বাঁধে ঘর হাজার শব্দে ভাঙ্গে শব্দ  
সকল সুখ দুঃখ সংসারেতে আনে। শব্দ দিয়ে ভাঙ্গে  
বুক শব্দ বয়ে আনে সুখ শব্দ দিয়ে হাসি কান্না শব্দ  
অনেক চুনি পান্না। তিন সিটিতে শেষ রান্না শব্দে  
শব্দে যুদ্ধ হয় শব্দের শব্দের সন্ধি সং শব্দের  
সফলতা বিফলতা বন্দি। জনমে শব্দ মরণে শব্দ  
গাছের পাতার মর্মে শব্দ। শব্দের এমন কঠিন ফাঁদ  
সুরের শব্দ গান হয়ে যায় হাতের মুঠোয় আনে চাঁদ।



## গল্পের নাম: নেপথ্যে...

লেখক: তাসমিয়া আহমেদ

এম এড ফল ব্যাচ (রোল নং: ১২)

বিয়ের পরপরই অনিমা বুঝতে পারল এই সংসারে তার নিজের জীবন বলে আলাদা কিছু নেই। এই সংসারে থাকতে হলে তাকে তার অনিমা পরিচয় ভুলে বৌমা ভাবি মামি আর চাচীর পরিচয় বাঁচতে হবে। বাঙালি মেয়ে। বাঙালি সমাজ। মেনে নিল সে। এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। দিন একরকম ভালই কাটছিল তার।

সারাদিন ঘরকন্না করা। মজার মজার রান্না করা। সবার প্রশংসা! এইতো জীবন! বছর ঘুরতেই অনিমার কোলজুড়ে আসলো অদিতি। সারাদিন মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত অনিমা। সংসারের সবার খেয়াল সে যেন ঠিক আগের মতো রাখতে পারছে না। স্বামীর জন্য ছুটির দিনে মাংস ভুনা বা বৃষ্টি হলেই শশুরের খিচুড়ি ইলিশ ভাজা এখন আর ওপরে উঠতে পারছে না।

সবার আদরের অনিমা যেন ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলো সব সম্পর্কের থেকে। তারই পরিবর্তন যেন পরিবারের কেউ মানতে পারছে না। শুরু হলো সংসারে মনোমালিন্য। ওরে পরিবর্তন যেন কেউ মানতে পারছে না। কেউ যেন ওকে বুঝতে চায় না। ওর মনে হলো কেউ কেন আমাকে বোঝে না...আমি এখন একজন মা ...আমি এখন চাইলেও সব করতে পারবো না। আমার প্রধান দায়িত্ব আমার সন্তান। যতদিন করতে পেরেছি ততদিন সবার কাছে ভালো ছিলাম আজ করতে পারছি না তাই এখন আর কেউ আমাকে পছন্দ করছেন। চাপায় এক অভিমাত্রী মন ভারী হতে থাকে অনিমা।

অনিমার স্বামীও যেন বুঝতে চায় না। অনিমার জগৎ হয়ে যায় তার সন্তানকে ঘিরে। অদিতির মাঝে অনিমা তার পৃথিবী খুঁজে নেয়। ধীরে ধীরে সময় বয়ে যায়। অদিতির বয়স ৫ বছর। ওকে এখন স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। অনিমােদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা নামকরা স্কুল আছে। সেই স্কুলে অনিমার ইচ্ছা মেয়েকে ভর্তি করা। কিন্তু শশুরবাড়ির লোকেরা বাধ সাধল।

তাদের মতে এই স্কুলের বেতন অনেক বেশি তাছাড়া বাড়ি থেকে একটু দূরে যার কারণে যাওয়া আসায় অনেক সময় নষ্ট হবে। অনিমা কিভাবে সংসারের কাজ সামলে মেয়েকে স্কুল করাবে। অনিমা শ্বশুরি বললো, "বাড়ির কাছে যে স্কুলটা আছে সেখানে ভর্তি করাও না ...এত দূরের স্কুলে ভর্তি করানোর কি দরকার? শুধু কাজ ফাঁকি দেয়ার উসিলা তাইনা!!" সেদিন আর অনিমা চূপ থাকতে পারলো না। সে শ্বশুরি কে বলল, "মা আমি কখন কোন দায়িত্বটা পালন করি না ...অনেক কষ্টমাইজ করেছি আমি নিজের সাথে এই সংসারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। কিন্তু আমার মেয়ের ব্যাপারে করবো না। আপনারা সালাওয়ার-কামিজ পছন্দ করেন না তাই শাড়ী পরেছি প্রচণ্ড গরমে...আপনারা সাজগোজ পছন্দ করেন না তাই ছেড়ে দিয়েছি। সারাজীবন তো কষ্টমাইজ করে আসলাম। আর কত!!! আমি আমার মেয়ের ব্যাপারে একটুও ছাড় দিব না। আমি মেয়েকে যে স্কুলে পড়াতে চেয়েছি সেখানেই পড়াবো। অনিমার স্বামী রাশেদ বলল, "তোমার এত বড় সাহস আমার সামনে আমার মায়ের মুখে মুখে তর্ক করছে !!!" অনিমা বলল, "কেন রাশেদ তুমি যখন আমার মা সম্পর্কে কথা বল আমি তো তখন কিছু বলি না ...ও আমার মা সামনে থাকে না বলে তুমি সব কিছু বলতে পারো ..সব কিছু বলার অধিকার রাখো? অবস্থা বেগতিক দেখে অনিমার শ্বশুরি তাড়াতাড়ি বলেন, "আচ্ছা কি শুরু করলি তোরা? ঠিক আছে.. অনিমা সংসারের সব কাজ গুছিয়ে যদি পারো তাহলে পড়াও তোমার মেয়েকে সেখানে পড়াতে চাও।" সেদিন থেকে অনিমা বুঝতে পারল এই সংসারে তার মেয়ের পাশে তাকেই দাঁড়াতে হবে এছাড়া তার মেয়ের আর কেউ নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি মেয়েকে নাচ শেখাতে চাইলো অনিমা। তাতেও পরিবারের অসম্মতি। অনিমার শশুর বলল, "মুসলিম পরিবারের মেয়ে আবার নাচ শেখার দরকার কি?" অনিমা বলল, "কেন বাবা টিভিতে যখন নাচের অনুষ্ঠানগুলো হয় তখন তো আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাহলে আজকে আপনার নাতি যদি নাচ শেখে তাহলে সমস্যা কোথায়?" এভাবেই ধীরে ধীরে অদিতি বড় হতে থাকলো। অদিতির এখন ভার্টিসিটিতে ভর্তি পরীক্ষা। অদিতির বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি কোন অবস্থাতেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করতে পারবেন না। যেভাবেই হোক অদিতিকে সরকারি ভার্টিসিটিতে ভর্তি হতে হবে। খুব ঘাবড়ে গেল মেয়েটা। সারাদিন শুধু চিন্তা সরকারি ভার্টিসিটিতে চান্স পাবে তো.... কিন্তু উৎসাহ দিতেন অদিতির মা। তিনি বলতেন অবশ্যই চান্স পাবে ...কোন টেনশন করো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভালো একটা সাবজেক্টে চান্স হয়ে গেল অদিতির। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হল না ....এরপরে জীবনের গল্পটা যেন খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে চলল। পড়াশোনা শেষ করে অদিতি খুব ভালো একটা মাল্টিম্যাড্রাল কোম্পানিতে চাকরী পেয়ে গেল। আজ সে বেস্ট এমপ্লয়ী আওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে। আজ তার জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। বলতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে সে আওয়ার্ড ফাংশন এ গেল। তার পাশের সিটে বসলো তার মাকে। স্টেজে উঠে যখন সে অ্যাওয়ার্ড নিল তখন তাকে কিছু বলতে বলা হলো। সে তখন মাইক হাতে নিয়ে বলল, "আমরা জানি বলা হয়ে থাকে যে প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর অবদান থাকে। কিন্তু আজ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই প্রত্যেক সফল নারীর পেছনে তার মায়ের ভূমিকা থাকে। আই লাভ ইউ মা। গল্পটা শুধু অদিতি বা অনিমার নয় ....গল্পটা সেই সকল হাজার হাজার মায়ের যারা তাদের সন্তানকে প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। স্যালুট সেসকল মায়ের যাদের কারণে নারী শক্তির জয় হয়।

## কী শিক্ষা দিচ্ছে করোনা ভাইরাস?



সজীব কুমার ভদ্র  
প্রভাষক (আইসিটি)

পৃথিবী যখন প্রযুক্তির হাত ধরে উন্নতির শিখরে পৌছাতে শুরু করেছে। যখন উন্মাদের মতো ছুটে চলছে পৃথিবীর মানুষের জীবন ও কর্মযজ্ঞ। মানুষ যখন জীবনাচারের ঠিক-বেঠিক প্রায় ভুলে যেতে শুরু করেছে, নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস করে চলছে। সৃষ্টির অসীম সৌন্দর্য মূল্যহীন করে যখন মানুষ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ছুটে চলছে আর নিজের মনে যা ভালো মনে করে তাই করে চলছে। যখন ভাবছে পৃথিবীর কোন ক্লান্ত নাই, প্রকৃতির কোন চাহিদা নাই, আর এরই সাথে সাথে যখন মানুষ নানা সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয়ের নেতিবাচক দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ঠিক তখনই মানব জাতিকে হয়তো মানবতা শিক্ষা দেবার জন্যই এই করোনা ভাইরাসের আবির্ভাব।

কী ভাবে করোনা ভাইরাস পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিল? কি-ই-বা শিখালো? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে নানা জনের নানা মতামত থাকতে পারে। তবে আমার মতামত হলো-

- প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে তার পরিবেশের ক্ষেত্রেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে কতটা জরুরী তা করোনা ভাইরাস বুঝাতে পেরেছে।
- পরিবেশ ও প্রাণীকূলের ভারসাম্য সৃষ্টিতে এই ভাইরাসের অবদান অপরিসীম। কারণ এই ভাইরাস বহু দেশের মানুষের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বলা যায় এটা প্রকৃতির এক নিরব প্রতিশোধ।
- ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ভাবে একে অন্যের উপর কতটা নির্ভরশীল তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে করোনা ভাইরাস দেখিয়ে দিয়েছে।
- বিশ্বের একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে অন্য দেশের সাথে একান্ত ভাবে জড়িত তা করোনা ভাইরাসের কারণেই আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছি।
- এই ভাইরাস বুঝিয়ে দিয়েছে ধনী গরীব সকলের জন্য প্রকৃতির প্রতিশোধ সমান। এই প্রতিশোধ কারো পক্ষপাততুষ্টি নয়।
- এই ভাইরাস যদিও কর্মব্যস্ত মানুষকে করেছে ঘরবন্দী। কিন্তু নতুন করে শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে পরিবারকে অধিক সময় দিতে হয়।
- শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি শিশুর পারিবারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রতিনিয়ত কাছে থাকাটা যে কত জরুরী তা এই ভাইরাস আরও একবার শিখালো।
- যে বৃদ্ধ মা-বাবা সপ্তাহের ছয়টা দিন অপেক্ষা করতো তার কর্মব্যস্ত খোকা বা খুকিকে কাছে পাওয়ার জন্য করোনা ভাইরাস হয়তো কিছুদিন এই বৃদ্ধ মা-বাবাকে অপেক্ষার প্রহর থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে।
- যদিও কিছু মানুষ কাজ হারিয়ে বাধ্য হয়ে কিছু দিনের জন্য শহর থেকে ছুটে যেতে হয়েছে গ্রামে। কিন্তু গ্রামে কাটানো সেই দিনগুলোতে তারা তো পেয়েছিল দূষণমুক্ত পরিবেশ। নিয়েছে বুক ভরে নিঃশ্বাস। পেয়েছে প্রকৃতির সাথে মনের সাধ মিটিয়ে একাকার হবার অব্যাহত সুযোগ। শহরের যান্ত্রিক জীবনের কষ্টটা আরো ভালোভাবে অনুভব করেছে গ্রামের শান্ত পরিবেশ পেয়ে।

তাইতো বলা যায় বিশ্ব মানবতা যখন বিপর্যয় হতে শুরু করেছিল এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য যখন হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল তখনই হয়তো প্রকৃতি নিজে থেকেই কিছুটা বিশ্রাম চেয়ে নিয়েছে অনেকটা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে।

“সব কিছুই শেষ আছে”। আমরা আশাবাদি সবকিছুই একদিন স্বাভাবিক হবে। পৃথিবীকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করণীয় সেই শিক্ষা আমরা করোনা ভাইরাসের নিকট থেকে পেলাম। মনেও রাখব আজীবন। তা হোক নিজের জন্য বা প্রজন্মের জন্য বা বিশ্ব মানব জাতীর কল্যাণের জন্য।

বি. এড- ২০২০

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম ও ঠিকানা

 <p>মো: হুমায়ুন কবির রোল- ০১ শ্যামপুর, চুয়াডাঙ্গা</p>	 <p>কহিনুর আক্তার রোল- ০২ সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ</p>	 <p>সঞ্জয় চন্দ্র দাস রোল- ০৩ কিশোরগঞ্জ, ঢাকা</p>	 <p>ইমরান হোসেন রোল- ০৪ কিশোরগঞ্জ, ঢাকা</p>	 <p>মাসুদ রানা রোল- ০৫ কিশোরগঞ্জ, ঢাকা</p>
 <p>খাদেজা শারমিন রোল- ০৬ আগারগাঁও, ঢাকা</p>	 <p>ফাতেমা আক্তার রোল- ০৭ নয়াপাড়া, ঢাকা</p>	 <p>জান্নাত আরা খাতুন রোল- ০৮ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা</p>	 <p>মো: জাকারিয়া রোল- ০৯ ধানমন্ডি, ঢাকা</p>	 <p>প্রিয়াংকা লুকাইয়া পেরিস রোল- ১০ রাজা বাজার, ঢাকা</p>
 <p>সুজন বর্মণ রোল- ১১ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা</p>	 <p>উম্মে ফারাহ দীবা রোল- ১২ শ্যামলী, ঢাকা</p>	 <p>ইফফাত আরা ইসলাম রোল- ১৪ মগবাজার, ঢাকা</p>	 <p>খাদেজা খাতুন রোল- ১৫ বসুন্ধরা, ঢাকা</p>	 <p>আবু বক্কর হুসৈন রোল- ১৬ রমনা, ঢাকা</p>
 <p>রফিকুজ্জামান রোল- ১৭ নাখালপাড়া, ঢাকা</p>	 <p>বিশ্বজিৎ পাল রোল- ১৮ নাখালপাড়া, ঢাকা</p>	 <p>কামরুন নাহার রোল- ১৯ মিরপুর, ঢাকা</p>	 <p>সাদ্দাম হোসেন রোল- ২০ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা</p>	 <p>রুবিনা আক্তার রোল- ২১ মিরপুর, ঢাকা</p>
 <p>শামীমা নাসরিন রোল- ২২ কাজি পাড়া, ঢাকা</p>	 <p>নুসরাত জাহান রোল- ২৩ পীরেরবাগ, মিরপুর</p>	 <p>ইসরাত জাহান রোল- ২৫ খিলগাঁও, ঢাকা</p>	 <p>তাসনীম আক্তার রোল- ২৬ মীরপুর, ঢাকা</p>	 <p>মোসা: সানিয়া আক্তার রোল- ২৭ মেঘনা, কুমিল্লা</p>



রুহুল আমিন ভূইয়া  
রোল- ২৮  
মেঘনা, কুমিল্লা



সানজিদা আফরিন  
রোল- ২৯  
ধনিয়া, ঢাকা



শায়লা কবির  
রোল- ৩০  
গোপালগঞ্জ



প্রিয়াংকা বিশ্বাস  
রোল- ৩১  
মিরপুর, ঢাকা



মোছা: মুনী পারভিন  
রোল- ৩২  
মিরপুর, ঢাকা



সানজিদা খানম  
রোল- ৩৩  
মিরপুর, ঢাকা



মর্জিনা শারমীন  
রোল- ৩৪  
শ্যামলী, ঢাকা



লিরা সেলিন ডাভে  
রোল- ৩৫  
বরিশাল



ম্যানাল সুলতানা  
রোল- ৩৬  
আদাবর, ঢাকা



সুমন মিয়া  
রোল- ৩৭  
মিরপুর, ঢাকা



তাহমিনা আক্তার  
রোল- ৩৮  
মিরপুর, ঢাকা



আল মামুন  
রোল- ৩৯  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



অভি ফ্রান্সিসকা  
রোজারিও  
রোল- ৪০  
তেজগাঁও, ঢাকা



মিনতি দাস  
রোল- ৪১  
গুলশান, ঢাকা



বানী বিশ্বাস  
রোল- ৪২  
তেজগাঁও, ঢাকা



আহছানুল হাবিব  
রোল- ৪৩  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



আফিয়া ফেরদৌস কান্তা  
রোল- ৪৪  
মিরপুর, ঢাকা



আলতাফ হোসেন  
রোল- ৪৫  
মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা



সাইফুল ইসলাম  
রোল- ৪৬  
মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা



মো: মিস্টার আলী  
রোল- ৪৭  
ফার্মগেট, ঢাকা



মোছা: জোহরা খানম  
রোল- ৪৮  
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



ইয়াসমিন আক্তার  
রোল- ৪৯  
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



আব্দুল হামিদ  
রোল- ৫০  
শ্যামলী, ঢাকা



হাফিজা খাতুন  
রোল- ৫১  
পূর্ব আগারগাঁও, ঢাকা



লুৎফুন নাহার  
রোল- ৫২  
মিরপুর, ঢাকা

				
দিপা চক্রবর্তি রোল- ৫৪ মিরপুর, ঢাকা	মামুনুর রশিদ রোল- ৫৫ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	রাজিয়া সুলতানা শিমু রোল- ৫৬ রায়ের বাজার, ঢাকা	অলকা রানি মন্ডল রোল- ৫৭ মালিবাগ, ঢাকা	শারমিন আফরোজা রোল- ৫৮ মিরপুর, ঢাকা
				
জহিরুল হক রোল- ৫৯ সরাইল, বাস্কনবাড়িয়া	মো: উছমান গাজী রোল- ৬০ ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর	রুবনা বেগম রোল- ৬১ মিরপুর, ঢাকা	নাহিদ সুলতানা নিপা রোল- ৬২ মিরপুর, ঢাকা	মোছা: আজরা পারভীন রোল- ৬৩ মিরপুর, ঢাকা
				
মৌসুমি আক্তার রোল- ৬৪ মিরপুর, ঢাকা	শারমিন সুলতানা রোল- ৬৫ মিরপুর, ঢাকা	মাজেদা আক্তার রোল- ৬৬ ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	মো: আশরাফন নাহার রোল- ৬৭ শেও বাংলা নগর, ঢাকা	শাহানারা পারভীন রোল- ৬৮ ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
				
সাদিয়া আফরিন রোল- ৬৯ ফার্মগেট, ঢাকা	অসিত দেবনাথ রোল- ৭০ নিউমার্কেট, ঢাকা	নাহিদ মিয়া রোল- ৭১ তেজগাঁও, ঢাকা	রায়হান কবির রোল- ৭২ ধানমন্ডি, ঢাকা	মো: আশরাফুল ইসলাম রোল- ৭৩ ধানমন্ডি, ঢাকা
				
রাবেয়া খাতুন রোল- ৭৪ ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা	অনিন্দা চক্রবর্তি রোল- ৭৫ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	নিপা রোল- ৭৬ গাজীপুর, ঢাকা	ইব্রাহিম মিয়া রোল- ৭৭ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	বৈশাখী শবনম রোল- ৭৮ মিরপুর, ঢাকা



শরিফুল ইসলাম  
রোল- ৭৯  
মিরপুর, ঢাকা



সুমিতা হাওলাদার মুনা  
রোল- ৮০  
তেজগাঁও, ঢাকা



বাসমা হোসেন লিরা  
রোল - ৮১  
পিরেরবাগ ,মিরপুর



আলমগীর হাসিবুর  
রোল - ৮২  
রূপনগর, ঢাকা



তারিফুল ইসলাম  
রোল-৮৩  
মিরপুর, ঢাকা



সাজ্জাদ হোসেন  
রোল-৮৪  
ক্যাম্পিয়ান স্কুল এন্ড  
কলেজ



রুমকি বড়ুয়া  
রোল-৮৫  
জিগাতলা, ঢাকা



জ্যাকলিন গমেজ  
রোল-৮৬  
রাজা বাজার,ঢাকা



জাকিয়া সুলতানা  
রোল-৮৭  
মিরপুর,ঢাকা



মো: আবদুল্লাহ  
হোসেইন  
রোল- ৮৮  
পল্লবী, ঢাকা



কামরুল হাসান  
রোল- ৮৯  
মিরপুর,ঢাকা



রিপন দালী  
রোল- ৯০  
মিরপুর,ঢাকা



মোছা: কুলসুম আক্তার  
রোল- ৯২  
মিরপুর,ঢাকা



জিনাত রেহানা  
রোল- ৯৩  
মিরপুর,ঢাকা



শারমীন নাহার  
রোল- ৯৫  
মিরপুর,ঢাকা



সুমি আক্তার  
রোল- ৯৬  
মিরপুর,ঢাকা



সুভাশীষ মজুমদার  
রোল- ৯৭  
মিরপুর,ঢাকা



শ্রী লালন কুমার  
রোল - ৯৮  
মিরপুর,ঢাকা



রুখসানা ইয়াসমীন  
রোল- ৯৯  
মিরপুর,ঢাকা



মহসীন রেজা  
রোল- ১০০  
মিরপুর,ঢাকা



লায়লা বেনজির  
রোল- ১০৬  
মিরপুর,ঢাকা



ফারজানা তাসফিকা  
রোল- ১০৭  
নবাবগঞ্জ,ঢাকা



উম্মে কুলসুম  
রোল- ১০৮  
ইস্টার্ন হাউজিং,ঢাকা



বিলতা জোয়ার্দার  
রোল- ১০৯  
কল্যানপুর,ঢাকা



লাকী সুলতানা  
রোল- ১১০  
কল্যানপুর,ঢাকা

				
আতিকুর রহমান রোল- ১১১ শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	রুহুল আমিন রোল- ১১২ শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	মোঃ মাহমুদ হাসান রোল- ১১৩ ,মোহাম্মদপুর,ঢাকা	জান্নাতুল ফেরদৌস রোল- ১১৪ শ্যামলী, ঢাকা	মোঃ তোফিকুল ইসলাম রোল- ১১৫ শখেরটেক, ঢাকা
				
মাইন উদ্দিন রোল- ১১৬ শ্রেপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	মোঃ ছাইদুল ইসলাম রোল- ১১৭ নিউ ইন্সটন, ঢাকা	অনামিকা হাজরা রোল- ১১৮ বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা	সাদিয়া আফরিন রোল- ১১৯ বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা	রোজমেরি রোজারিও রোল- ১২০ রাজা বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা
				
আবিদা সুলতানা রোল- ১২১ শ্যামলী, ঢাকা	ফাতেমা জাফরিন চৌধুরী রোল- ১২২ মহাখালী, ঢাকা	আবিদা সুলতানা রোল- ১২১ শ্যামলী, ঢাকা	লাকী পারভীন রোল- ১২৩ মিরপুর-২, ঢাকা	জেবনুসা ফামিনা রোল- ১২৪ , মিরপুর, ঢাকা
				
জান্নাতুল ফেরদৌস রোল- ১২৫ মিরপুর-১, ঢাকা	মোঃ ইমাম হোসেন রোল- ১২৬ দাড়িকান্দি, কুমিল্লা	রওনক আফরোজা রোল- ১২৭ রামপুরা, ঢাকা	সীমান্ত রায় রোল- ১২৮ মিরপুর, ঢাকা	পাপিয়া সুলতানা রোল- ১২৯ আদাবর, ঢাকা
				
রেবেকা সুলতানা রোল- ১৩০ মিরপুর, ঢাকা	সাবিয়া সুলতানা চামেলী রোল- ১৩১, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	মীর সাহারিনা সুলতান রোল- ১৩২ ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	জেসমীন আক্তার যুথী রোল- ১৩৩ ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	শ্রাবনী দাস রোল- ১৩৪, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



তৌহিদ হাসান  
রোল- ১৩৫,  
মিরপুর ,ঢাকা



মেফতাহুল জান্নাত  
রোল- ১৩৬,  
ক্যান্টনমেন্ট,ঢাকা



মো: ইনামুল হাসান  
রোল- ১৩৭,  
মিরপুর-১, ঢাকা



মো: মামুন হোসইন  
রোল- ১৩৮,  
মিরপুর-১৪, ঢাকা



মো: আমিনুল ইসলাম  
রোল- ১৩৯,  
মিরপুর-১১, ঢাকা



পর্ণা সরকার  
রোল- ১৪০,  
টি.এস.সি, ঢাকা



নাছিমা আক্তার  
রোল- ১৪১,  
আগারগাঁও, ঢাকা



নাজমুল হুদা  
রোল - ১৪২  
বেকপাড়া ,নরসিংদী



মোছা: শারমীন  
আক্তার  
রোল- ১৪৩  
সাভার,ঢাকা



সাহিদা আক্তার মিমি  
রোল-১৪৪  
ফার্মগেট, ঢাকা



সাফাত শাহরিয়ার  
রোল- ১৪৫  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



খোরশেদ আলম  
রোল- ১৪৬  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



সোনিয়া পারভিন  
রোল- ১৪৭  
মিরপুর-১, ঢাকা



মো: রফিকুল ইসলাম  
রোল- ১৪৮  
মিরপুর-১, ঢাকা



রোমানা সুলতানা  
রোল- ১৪৯  
আদাবর,ঢাকা



রুমানা  
রোল- ১৫০  
ঝিকরগাছা,যশোর



রুখশানা আক্তার  
রোল- ১৫১  
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



সুমনা ইসলাম  
রোল- ১৫২  
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



আল আমিন  
রোল- ১৫৩  
ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ



মোছা: আলম এ  
আরোহা  
রোল- ১৫৪  
আদাবর, ঢাকা



উম্মে হাবিবা খুশী  
রোল- ১৫৫  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



জাকিয়া সুলতানা  
রোল- ১৫৬  
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা



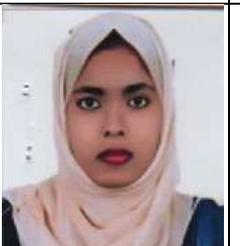
জোভিয়ার রোজারিও  
রোল- ১৫৭  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



র্যাসি ড্যানিয়েল গডিনু  
রোল- ১৫৮  
মোহাম্মদপুর,ঢাকা



মোঃ বাকিবিল্লাহ  
রোল- ১৫৯  
ওমনা, ঢাকা

				
মোঃ মনোয়ার হোসেন রোল- ১৬০ মুগদাপাড়া, ঢাকা	ইমনা আহমেদ রোল- ১৬২ হালিম ফ.ম.স্কুল, ঢাকা	শারমিন আক্তার রোল- ১৬৩	মো: শাহরিয়ার আল মাহরুব রোল- ১৬৪ মিরপুর-১, ঢাকা	মো: মোজাম্মেল হক রোল- ১৬৫ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
				
মোঃ আশরাফুল ইসলাম রোল- ১৬৬ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	কাজী সুরাইয়া রিজভী বিন্দু রোল- ১৬৭ মিরপুর-১, ঢাকা	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান রোল- ১৬৮ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মোসা: রুনা খাতুন রোল- ১৬৯ তেজগাঁও, ঢাকা	মো: আফজাল শরীফ রোল- ১৭০ জগন্নাথ বি.বি., ঢাকা
				
বিথী রানী রোল-১৭১ তেজগাঁও, ঢাকা	মো: সোহেল তালুকদার রোল-১৭২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আক্তার জাহান রোল-১৭৩ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	মো: তাহেরুল ইসলাম রোল-১৭৪ মিরপুর, ঢাকা	কামরুজ্জামান অজিব রোল-১৭৫ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
				
মো: তারিফুল ইসলাম ভূইয়া রোল-১৭৬ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	হোসনে আরা আক্তার সমাপ্তি রোল- ১৭৭ মিরপুর-১, ঢাকা	মো: শরীফুল ইসলাম রোল- ১৭৮ গোরাইন, ঢাকা	শফিকুল ইসলাম রোল- ১৭৯	মোঃ ওমর ফারুক রোল- ১৮০ শাহজাহানপুর, ঢাকা
				
মোছা: রুনা লাইলা রোল- ১৮১ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	মো: হুমায়ুন কবির রোল- ১৮২ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	মো: মেহেদী হাসান রোল- ১৮৪ মিরপুর, ঢাকা	নূর-এ-নিশাত রোল- ১৮৫ ভাষানটেক, ঢাকা	মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ রোল- ১৮৬ মোহাম্মদপুর, ঢাকা

				
সালমান ফারসী রোল- ১৮৭ আদাবর ,ঢাকা	শফিকুল ইসলাম রোল- ১৮৮ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	মমতা দে রোল- ১৮৯ কল্যানপুর, ঢাকা	মোছা: নাসরিন সুলতানা রোল- ১৯০ তেজগাঁও, ঢাকা	মো: শাইদুল ইসলাম রোল- ১৯১ মোহাম্মদপুর, ঢাকা
				
মোছা: আরাফাত আফরোজ রোল- ১৯২ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	প্রমি মনিকা রোজারিও রোল- ১৯৩ তেজগাঁও, ঢাকা	সাফিয়া খানম রোল- ১৯৪ তেজগাঁও, ঢাকা	মো: নূরুল ইসলাম রোল- ১৯৫ মিরপুর, ঢাকা	আকরাম হোসেন রোল- ১৯৬ রামপুরা. ঢাকা
				
মাহিমা আক্তার রোল- ১৯৭	কাজী হাবিবুর রহমান রোল- ১৯৮ মিরপুর-১, ঢাকা	নাসরিন আক্তার রোল- ১৯৯ মিরপুর-১, ঢাকা	মিতা মুন্সী রোল- ২০০ ধানমন্ডি, ঢাকা	মো: রুকুনুজ্জমান রোল- ২০১ শ্রীবরদী, শেরপুর
				
মো: মকবুল হোসেন রোল- ২০২ শ্রীবরদী, শেরপুর	নুরমোহাম্মদ রোল- ২০৩ শেরপুর সদর, শেরপুর	মো: বাকিবিল্লাহ রোল- ২০৪ শেরপুর সদর, শেরপুর	মো: নুসরাত জাহান রোল- ২০৫ নেছারাবাদ, ফিরোজপুর	মোসাম্মদ উম্মে সালমা রোল- ২০৬ ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
				
মো: নূর-ই-সাফা রোল- ২০৮ শ্যামলী, ঢাকা	তাছলিমা খাতুন রোল- ২১০ পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা			

# আহ্হানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এম. এড ব্যাচ স্প্রিং, সেশন - ২০১৯-২০২০

				
জেসমিন জাহান রোল -০১ খিলবাড়িটেক, ঢাকা	মজিবর রহমান রোল-০২ দোহার, ঢাকা	মো:সোলায়মান কবির রোল-০৩ মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ি	আসমা আকতার রোল-০৪ মতিঝিল, যাত্রাবাড়ি	সালমা সুলতানা রোল-০৫ টোলারবাগ, ঢাকা
				
আইনুন নাহার রোল - ০৬ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	তানজিনা আহমেদ রোল-০৭ মিরপুর, ঢাকা	পলিরানি আচার্য রোল- ০৮ নারায়নগঞ্জ	সনাতন বিশ্বাস রোল-১০ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	মো: শাহাবুদ্দিন রোল-১১ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
				
এ্যাঞ্জেল সন্নি হালদার রোল- ১৩ তেজগাঁও, ঢাকা	মিলি পিনারু রোল- ১৪ তেজগাঁও, ঢাকা	শারমিন আহমেদ রোল- ১৫ শাহআলীবাগ, ঢাকা	সানজিদা আজার রোল- ১৬ শেখের ট্যাক, ঢাকা	আবদুল্লাহ আররহমান রোল- ১৭ ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
				
মো: ওমর ফারুক রোল- ১৯ খাগরাছড়ি, সদর	মো: শাহিদুল ইসলাম রোল- ২০ পাহাড়তলি, চিটাগং	মো: মঈনুল ইসলাম রোল- ২১ পাহাড়তলি, চিটাগং	মো: কায়সার আলম রোল- ২২ চিটাগং	তাজনীন আহমেদ রোল - ২৩ নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
				
জসীম উদ্দিন রোল- ২৪ মিরপুর, ঢাকা	নিজাম উদ্দিন রোল- ২৫ মিরপুর, ঢাকা	রিফাত আফরিন এ্যানি রোল- ২৬ মিরপুর, ঢাকা	রোকসানা পারভীন রোল- ২৭ মিরপুর, ঢাকা	মো:রাশিদুল হাসান রোল - ২৮ রামগঞ্জ, লক্ষ্মপুর



রোকসানা আক্তার  
রোল- ৩০  
মিরপুর ,ঢাকা



এ.বি.এম এমরান  
হোসেন  
রোল- ৩১  
বরুড়া , কুমিল্লা



শামীমা ইসলাম  
রোল- ৩২  
বডার গার্ড বাংলাদেশ  
পিলখানা ,ঢাকা



মাহমুদা খাতুন  
রোল- ৩৩  
মিরপুর -২, ঢাকা



এ,এস,এম রিকন  
ইসলাম  
রোল- ৩৪  
মিরপুর , ঢাকা

## আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এম. এড ব্যাচ ফল, সেশন - ২০২০



মাকসুদা আক্তার  
রোল-০১  
পিয়ন কলোনী  
খাগড়াছড়ি



মোরশেদ মিয়া  
রোল- ০২  
বিষধর ভাতের চর,  
মুন্সিগঞ্জ



শিহাব ইবনে আব্দুল  
জব্বার  
রোল- ০৩  
বরহামগঞ্জ, মাদারিপুর



ইসরাত জাহান বিনতে  
সিরাজী  
রোল- ০৪  
শাপলা হাউজিং,ঢাকা



ফরহাদুর রহমান খান  
রোল- ০৫  
দক্ষিণ বালুখান্দা,  
নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা



রঘুনাথ সরকার  
রোল- ০৬  
দক্ষিণ বালুখান্দা,  
নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা



শ্যামল মিত্র চাকমা  
রোল- ০৭  
উত্তর খবংপুড়িয়া,  
খাগড়াছড়ি  
সদর, খাগড়াছড়ি



জোবাইদা আকতার  
রোল- ০৮  
পিয়ন কলোন, খাগড়াছড়ি  
সদর, খাগড়াছড়ি



শ্যামল চন্দ্র সিংহ  
রোল- ০৯  
হাটবন্দ, বড়লেখা,  
মৌলভীবাজার



তাহমিনা রহমান  
রোল- ১০  
৭২, গুজ্রাবাদ  
মোহাম্মদপুর ঢাকা-  
১২০৭



শানজিদা চৌধুরী  
রোল- ১১  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



তাসমিয়া আহমেদ  
রোল- ১২  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



শিউলি আকতার  
রোল- ১৩  
সিংগাইর. মানিকগঞ্জ



ফারহানা আফরোজ  
রোল- ১৫  
বাসাবো, ঢাকা



মো: ফারুক হোসেন  
রোল- ১৬  
দক্ষিণ কমলাপুর,  
ঢাকা

				
মাসুরা জেসমিন রোল- ১৭ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	আশফুননাহার রোল- ১৮ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	কামরুন নাহার রোল- ১৯ সতিশ সরকার রোড, ঢাকা	মেরিনা সুলতানা মনি রোল- ২০ রমনা থানা, ঢাকা	সুজিত প্রকাশ চাকমা রোল- ২১ পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
				
মাসউদুর রহমান রোল- ২২ যশোর সদর, যশোর	মো: ইমরান হাসান রোল- ২৩ তেজগাঁও, ঢাকা	সোহানা সুলতানা রোল- ২৪ মিরপুর, ঢাকা	উজ্জল চন্দ্র প্রামানিক রোল- ২৫ লালমাটিয়া, ঢাকা	ওজমা হক রোল- ২৬ উত্তর গোড়ান, ঢাকা
				
মো: আরিফুল ইসলাম রোল- ২৭ শিবচর, মাদারীপুর	মো: আবু হাসনাত রোল- ২৮ আদাবর, ঢাকা	আব্দুল খালেক রোল- ২৯ নবাবগঞ্জ, ঢাকা	মো: ফয়জুর রহমান রোল- ৩০ মোহাম্মদপুর, ঢাকা	তাহুরা সুলতানা রোল- ৩১ রায়ের বাজার, ঢাকা
				
রীটা কস্তা রোল- ৩২ লক্ষী বাজার, ঢাকা	মনি রোজারিও রোল- ৩৩ লক্ষী বাজার, ঢাকা	সাইফুল ইসলাম রোল- ৩৪ আগারগাঁও, ঢাকা	মো: সবুজুর রহমান রোল- ৩৫ আদমজী, ক্যা. স্কুল, ঢাকা	দিপক এণ্ড কস্তা রোল- ৩৬ মোহাম্মদপুর, ঢাকা
				
মো: সেলিম হোসেন রোল- ৩৭ নিউ ইস্কাটন	রোকনুজ্জামান শেখ রোল- ৩৮ বাশাবো, সবুজবাগ ঢাকা	লিগ্গা খান রোল- ৩৯ তেজগাঁও, ঢাকা	রওশন আরা রোল- ৪০ আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের পাঠদানের প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সাধারণ করণীয়, পাঠদান পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষা উপকরণের যথার্থ ব্যবহার এবং শিক্ষা মূল্যায়ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক ক্লাশ হিসাবে ব্যবহারে অনুমিত দিয়ে বিগত বছরগুলোতে নিমোক্ত বিদ্যালয়সমূহে অত্র কলেজের পাঠদান অনুশীলনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এ জন্য আমরা তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি

- ১.আহছানিয়া মিশন কলেজ,ঢাকা।
- ২.লালমাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
৩. বসির উদ্দিন আদর্শ স্কুল এণ্ড কলেজ।
৪. হযরত শাহ আলী মডেল হাইস্কুল।
- ৫.হযরত শাহ আলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
৬. আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।
- ৭.বি.এ.ডি.সি উচ্চ বিদ্যালয়।
- ৮.বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউট।
- ৯.মিশন ইন্টারন্যাশনাল উচ্চ বিদ্যালয়।
- ১০.জুনিয়র ল্যাবরেটরী হাইস্কুল,ধানমন্ডি, ঢাকা।
- ১১.কল্যাণপুর ল্যাবরেটরী হাই স্কুল।
- ১২.টি.এণ্ড.টি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।
- ১৩.বি.এফ.শাহীন কলেজ, তেজগাঁও,ঢাকা।
- ১৪.ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়।
- ১৫.আলীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৬.কল্যাণপুর গার্লস হাই স্কুল।
- ১৭.ক্যামব্রিয়ান স্কুল এণ্ড কলেজ।
- ১৮.সেন্টযোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।
- ১৯.মোহাম্মদপুর ত্রিপারেরটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
- ২০.আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়।
- ২১.জামিলা আইনুল আনন্দ উচ্চ বিদ্যালয়।
- ২২.ইসলামিয়া আদর্শ উচ্চ, মিরপুর-২।
- ২৩.খিনফিল্ড স্কুল এণ্ড কলেজ, মিরপুর-১০।
- ২৪.ঢাকা আহছানিয়া মিশন মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর।
- ২৫.বেঙ্গলী মিডিয়াম,মোহাম্মদপুর।
- ২৬.খিনফিল্ড রেসিডেনশিয়াল স্কুল এণ্ড কলেজ।
- ২৭.চাইল্ড ল্যাবরেটরী স্কুল, নারায়ণগঞ্জ।
- ২৮.হালিম ফাইণ্ডেশন মডেল হাই স্কুল,আগারগাঁও।
- ২৯.কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ।
- ৩০.মোহাম্মদপুর গ্রেসইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।
- ৩১.ঢাকা উদ্যান পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।
- ৩২.জামেয়াই হযরত আবুবকর সিদ্দিক(রাঃ)  
দাখিল মাদ্রাসা,মোহাম্মদপুর।
- ৩৩.হাজী আশরাফ আলী হাই স্কুল,মিরপুর

- ৩৪.তাওহিদ ল্যাবরেটরী স্কুল,আগারগাঁও।
- ৩৫.বেগম নূরজাহান মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়।
- ৩৬.উত্তরন স্কলার একাডেমি,আদাবর,শ্যামলী।
- ৩৭.কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ।
- ৩৮.শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ।
- ৩৯.মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
- ৪০.মিরপুর সিদ্ধান্ত হাই স্কুল,মিরপুর-১।
- ৪১.নিউক্রিয়াস স্কুল,নারায়ণগঞ্জ।
- ৪২.এস.ও.এস হারমান মেইনার কলেজ,মিরপুর-১০
- ৪৩.কুইন্স স্কুল এন্ড কলেজ,আদাবর,শ্যামলী।
- ৪৪.ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ।
- ৪৫.শুক্লাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়।
- ৪৬.আরব মিশন পাবলিক স্কুল,আগারগাঁও।
- ৪৭.আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।
- ৪৮.সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়,শাহীনবাগ।
- ৪৯.রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়,ঢাকা।
- ৫০.শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ,মিরপুর-১৪।
- ৫১.আলোড়ন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।
- ৫২.বাড্ডা আলাতুল্লাছা উচ্চ বিদ্যালয়।

# যেনে রাখি ও মেনে চলি

১. একটি বই একশটি বন্ধুর সমান কিন্তু একজন ভালো বন্ধু পুরো একটি লাইব্রেরির সমান। - এ.পি.জে আব্দুল কালাম
২. মুরগির ডিম ফুটে বাচ্চা হলেই মুরগি হয়, কিন্তু মানুষের পেট থেকে বাচ্চা হলে মানুষ হয় না, তাকে মানুষ করতে হয়।  
- এ.পি.জে আব্দুল কালাম
৩. জীবনের প্রতি বিস্ময় হয়ে যাচ্ছে তুমি? তাহলে এমন কিছু কাজে নিজেকে ছুড়ে ফেলো যার সাথে তোমার হৃদয় আছে, এবং তুমি এটাকে নিয়ে বাঁচো, এটাকে নিয়ে মরো। - এ.পি.জে আব্দুল কালাম
৪. প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ভাষা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। - সহীহ বখারী
৫. দৈন্যে ভরা ইতর মন; পরের ভালয় কাতর হয়, পরশ্রীতে সঙ্কোচ আনে; পরশ্রীকাতর তা'রেই কর - শ্রী শ্রী ঠাকুর
৬. কোরআন এমন একটি জানালা যার দ্বারা আমরা পরবর্তী দুনিয়ার দৃশ্যাবলী দেখতে পাই। - ইবনে হাম্বল
৭. কোরআনের অনুশাসনই একমাত্র সত্য এবং একমাত্র কোরআনই মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।  
- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট
৮. যাহার বুদ্ধি নাই তাহার কৃতজ্ঞতা আশা করিও না। - হযরত আলী (রঃ)
৯. একটি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের চেয়ে সম্মানজনক জিনিস আর কিছু নেই। - সিনেকা
১০. যখন অবসর পাও এবাদত কর, আর তোমার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হও। - আল কোরআন
১১. বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আল্লাহী, যার কোনদিন বাগড়া হয় না, কোন দিন মনোমালিন্য হয় না। - প্রতিভা বসু
১২. ধর্ম আসলে একটি বোধ। যার বোধ যত উন্নত, সে তত ধার্মিক। - রুদ্ৰ গোস্বামী
১৩. যে সব জিনিস মানুষকে পণ্ড থেকে পৃথক করছে, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে যুক্তি। - আবুল ফজল
১৪. কঠিন কাজে আনন্দ বেশি পাওয়া যায়। তাই সফলতার আনন্দ পাওয়ার জন্য মানুষের কাজ কঠিন হওয়া উচিত।  
- এ.পি.জে আব্দুল কালাম
১৫. জনপ্রিয়তার চেয়ে শ্রদ্ধা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। - জুলিয়াস আরভিং
১৬. যদিও আপনি অগণিত পাপ করে থাকেন, তবুও মনে রাখবেন আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সীমাহীন দয়া।  
- ড.বিলাল ফিলিপস
১৭. ভালো কাজ করলে সুখি তুমি নাও হতে পারো, খারাপ কাজ করলে অসুখী তুমি হবেই। - টলস্তয়
১৮. যে সকল মানুষ নিজের কর্ম নিয়ে নিজেই প্রশংসা করে তাদের পতন হতে সময় লাগে না।
১৯. অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ। - আল হাদিস (তিরমিযী)
২০. ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো সত্য সঠিক কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো। - আল কুরআন
২১. এলেমহীন দরবেশ পাখাহীন পাখি এবং আলমহীন আলেম ফলহীন গাছের মতো। - শেখ সাদি
২২. খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করাও তার এবাদের সমুতল্য। - হযরত আলী (রাঃ)
২৩. অহংকার মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পরায়। - বাদশা সোলেমান
২৪. বিনয়ী মূর্খ অহংকারী বিদ্বান অপেক্ষা মহত্তর। - সাহাবী
২৫. যে অল্প জানে সেই বার বার তার জানাকে পুনরাবৃত্তি করে। - টমাস এডিসন
২৬. অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর। - আল কোরআন
২৭. কে তোমার অমঙ্গল করলো তুমি কার মঙ্গল করলে উভয়টিই ভুলে যাও। - এরিস্টটল
২৮. অযোগ্য লোককে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া চরম দায়িত্বহীনতা। - শেখ সাদী
২৯. আমাদের অলসতাই আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে অপরের দাস করে রাখে। - হেনরী ফোর্ড
৩০. অন্ধকারকে ভয় করো না কবরের ভয়াবহ অন্ধকারের কথা চিন্তা কর। - বায়রন
৩১. অনুশীলনের ওপর সব কিছু নির্ভর করে। অথচ এই কষ্টের ঝুঁকিটুকু নিতে আমাদের মাঝে বেশীর ভাগ মানুষই নারাজ।  
- আইজাক উইলিয়ামস

খানবাহাদুর আহছানউল্লা

# টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

- \* মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণে অগ্রগামী বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- \* রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত কলেজ প্রাঙ্গন।
- \* প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে শুক্রবারেও ক্লাস।
- \* সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির বিশেষ ব্যবস্থা।
- \* নিয়মিত, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক ক্লাস পরিচালনা।
- \* মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা।
- \* বি.এড পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের এম.এড ভর্তির বিশেষ সুযোগ
- \* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অত্যন্ত গৌরবজনক ফলাফল।

## বি.এড ও এম.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাড়তি সেবা

- \* সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ।
- \* বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান উন্নয়ন।
- \* ডিজিটাল ক্লাসরুম মিটিং।
- \* ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়নে প্রশিক্ষণ।
- \* শিক্ষকতা পেশায় চাকুরির সুযোগ।

যোগাযোগ

খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৩/ডি, রোড নং-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ০২-৫৮১৫৫০০০, ০১৭৭১-৩৭৯১১৭, ০১৭১১-১৫৪১৯৮

kattc@ahsaniamission.org.bd, kattc1992@gmail.com

Website : [www.kattc.edu.bd](http://www.kattc.edu.bd)

